হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ
ও
ইম্মাউল আজকিয়্যা বি হায়াতিল আম্বিয়া

-ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)



Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ
ও
ইম্বাউল আজকিয়া বি হায়াতিল আম্বিয়া

মূল
ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (রাহঃ)
(৮৪৯-৯১১হিজরী)

অনুবাদ
মাওঃ ছালিক আহমদ
সহকারী অধ্যাপক
মাথিউরা সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা

সম্পাদনায়
মোঃ আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

মূল প্রকাশনা-মাকতাবাতু দারুল ইলমিয়া বৈরুত, লেবানন।

প্রকাশনায়ঃ
আল-আমিন প্রকাশন
জনতা মার্কেট
বিয়ানীবাজার, সিলেট।

হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ
ও
ইম্বাউল আজকিয়া বি হায়াতিল আম্বিয়া
মূল- ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী(রাহঃ)
অনুবাদ-
মাওঃ ছালিক আহমদ

প্রকাশনায়ঃ
আল-আমিন প্রকাশন
বিয়ানীবাজার, সিলেট।
০১৭২২১১৫১৬১
প্রথম প্রকাশঃ
জানুয়ারী- ২০১০ইং
মহরম-১৪৩১ হিজরী
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
মিডিয়া ফেয়ার, বিয়ানিবাজার।

প্রচ্ছদ ঃ সাইদুল লোদী

হাদিয়াঃ ৫০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ
রশিদ বুক হাউজ
৬ প্যারিদাস রোড, ঢাকা
মোহাম্মদীয়া কতুবখানা,
আন্দরকিল্লা- চট্রগ্রাম
ব্রাদার্স পেপার এণ্ড পাবলিকেশন
বাংলাবাজার, ঢাকা
কুহিনুর লাইব্রেরী
বাংলাবাজার, ঢাকা
বার্ড কম্প্রিন্ট এণ্ড পাবলিকেশন
বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ
রহমানিয়া বই ঘর
আল ফারুক লাইব্রেরী
প্রাইম লাইব্রেরী
রাজা ম্যনশন, জিন্দা বাজার - সিলেট
নোমানিয়া- লাইব্রেরী
নিউ আদর্শ -লাইব্রেরী
নিউ এমদাদিয়া- লাইব্রেরী
কুদরত উল্লাহ মার্কেট-সিলেট
কাজী লাইব্রেরী- শ্রীমঙ্গল
তাবাস্‌সুম লাইব্রেরী-মৌলভী বাজার
বরকতিয়া লাইব্রেরী -মৌলভী বাজার
আল ইফাদা লাইব্রেরী- বড়লেখা
কুতুব শাহ লাইব্রেরী- কুলাউড়া
আল মারজান লাইব্রেরী- বিশ্বনাথ
আল-মদীনা লাইব্রেরী-শেরপুর
ফাজকুর লাইব্রেরী- ছাতক
মামুন রেজা লাইব্রেরী-হবিগঞ্জ
জালালীয়া লাইব্রেরী-বিয়ানী বাজার
মুহাম্মদী লাইব্রেরী-বিয়ানী বাজার

অনুবাদকের আরজ

নাহমাদুহু ওয়ানু সাল্লিয়ালা রাসুলিহিল কারিম

আমার স্নেহস্পদ ছাত্র মাওঃ আবুল খায়ের, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) রচিত দুটি রেসালা অনুবাদ করে দেয়ার জন্য আমাকে বিনিত অনুরুধ করে। ইমাম সুয়ুতী (রহঃ) এর রেসালা থাকায় আমি তাকে না বলতে পারিনি। শত ব্যস্থতার মধ্যে অনুবাদে মনযোগ দেই।

রেসালাদয় ৫ শত বছর পূর্বে আরবী ভাষায় রচিত হওয়ায় আধুনিক আরবী ভাষার সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ভাষাগত বিসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রে শব্দের উপর নির্ভর না করে, ভাবার্থের উপর নির্ভর করে অনুবাদের কাজ সমপ্ন করা হয়েছে। গ্রন্থ খানায় কোন কোন বিষয় বস্তু এতই কঠিন যে সাধারণ পাঠকদের পক্ষে তা বুঝে উঠা কষ্ট কর। এ ক্ষেত্রে আমি ভাবার্থ কে সহজবোধ্য করার আপ্রাণ চেষ্ট করেছি। রেসালাদ্বয় এর অনুবাদে যদি কোন বিচ্যুতি থেকে থাকে তবে তা পরর্বতীতে সংশোধন করা হবে।

মোঃ ছালিক আহমদ

প্রকাশকের কথা

নাহমাদুহু ওয়ানু সাল্লিয়ালা রাসুলিহিল কারিম

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) রচিত কিতাব আল হাওয়ী লিল ফাতওয়া(প্রকাশক দারুল ইলমিয়া লেবানন) এর মধ্যে থেকে গুরুত্ব পূর্ণ ছয়টি রেসালা আমরা অনুবাদ করে প্রকাশ করার ইচ্ছা রয়েছে। এর মধ্যে হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ ও ইম্বাউল আজকিয়া বি হায়াতিল আম্বিয়া রেসালাদয় প্রকাশ করা হল।পর্যায়ক্রমে পরর্বতী রেসালা ইনসাআল্লাহ প্রকাশ করা হবে।

রেসালাদ্বয় অনুবাদ করে দিয়েছেন আমার উস্তাদ জনাব মাওঃ ছালিক আহমদ

রেসালাদ্বয় প্রকাশ করতে যারা আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা ও উদ্দিপনা যোগিয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

রেসালাদ্বয় মধ্যে প্রুপ সংশোধন ও মুদ্রন জনিত ভূল ক্রটি ধরা পড়লে এবং তা অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা শুদ্ধ করা হবে।

প্রকাশক

মোঃ আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

লেখক পরিচিতি

ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (রাহঃ)জন্ম ৮৪৯ হিজরীর ১লা রজব মোতাবেক ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর তারিখে মিসরের রাজধানী কায়রোতে। তাঁর পিতা (মৃ-৮৫৫ হিঃ) ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম ও কাজী। কায়রোতে খলীফার প্রাসাদে ইমামের দায়িত্ব পালনকালে সিয়ুতীর (রাহঃ) জন্ম হয়। সে যুগের দুইজন সেরা আলেম তাঁর মহিমাময় জীবন গঠনের মূল স্থপতি ছিলেন। শিশুকালে পবিত্র কোরআন হেফজ করার পর পরই পিতা শায়খ কামাল উদ্দীনের ইন্তে কাল হয়ে যাওয়ার পরও তাঁর উচ্চশিক্ষা গ্রহণে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি। তিনি হাদীস শাস্ত্রে ইবনে হাজার আস্‌কালানীর (রাহঃ) নিকট থেকে সনদপ্রাপ্ত ছিলেন। হাদীস, তাফসীর, উলুমুল- কোরআন, ফেকাহ, ইতিহাস, দর্শনসহ দ্বীনি এলেমের সবক'টি শাখাতেই সিয়ুতীর (রাহঃ) অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল এবং সব ক'টি বিষয়েই তিনি অত্যন্ত মূল্যবান রচনা রেখে গেছেন। বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর জালালাইন শরীফের প্রথম অর্ধাংশ জালালুদ্দীন সিয়ুতীর (রাহঃ) রচনা। কথিত আছে যে, মাত্র চল্লিশ দিনের মধ্যে তিনি এই কিতাবটির রচনা সমাপ্ত করেন। এ ছাড়াও হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ, কোরআনের তত্ত্বজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি দ্বীনি এলেমের গুরুত্বপূর্ণ সবক'টি বিষয়েই তাঁর রচিত মূল্যবান গ্রন্থ সারা দুনিয়াতেই অত্যন্ত যত্নের সাথে পঠিত হয়ে থাকে।সুয়ুতীর (রহঃ) রচিত পুস্তক- পুস্তিকার সংখ্যা সহস্রাধিক।

আল্লামা সুয়ুতীর (রাহঃ) জীবনীকার শামসুদ্দীন দাউদী (মৃ ৯৪৫ হিঃ) লেখেছেন যে, হাদীস, তাফসীর, ইতিহাস এবং দ্বীনি এলেমের অন্যান্য শাখায় সিয়ুতী (রাহঃ) ছিলেন তার যুগের সর্বশ্রেষ্ট বিশেষজ্ঞ। তার তুল্য আর কেউ ছিলেন না।

তাফসিরে নূরুল কোরানের লিখক মাওলানা আমিনুল ইসলাম (সংকলিত সপ্ন যোগে প্রিয় নবী (সাঃ)এর মধ্যে উল্লেখ করেন -তিনি সপ্ন যোগে হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহিত ৭৭বার সাক্ষাত লাভ করেন এর মধ্যে ২২বার বা ৩৫বার জাগ্রত অবস্থায় সাক্ষাত লাভ করেন।

সিয়ুতীর (রাহঃ) পূর্বপুরষগণ ছিলেন ইরানের অধিবাসী। 'আস-সুয়ুত' নামক জনপদে তারা বসতি স্থাপন করেছিলেন বলেই তিনি নামের সাথে সুয়ুতী লেখতেন।

সুয়ুতী (রাহঃ) কর্মজীবনের সূচনা করেছিলেন তখনকার মিসরের সর্বোচ্চ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার মাধ্যমে। কিন্তু ৯০৬ হিজরীতে অধ্যাপনা ত্যাগ করে আররোখা নামক একটি দ্বীপে বসবাস করে অবশিষ্ট জীবন গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন থাকেন। এখানেই ৯১১ হিজরীর ১৯শে জুমাদাল-উলা (খৃ ১৫০৫) ইন্তেকাল করেন।

মিলাদ শরীফের আমল ব্যাপারে ভাল উদ্দেশ্য

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟.

والجواب : عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة (১) التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والا ستبشار بمولده الشريف، وأول من أحدث فعل ذلك صاحب اربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن بكتكين أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد وكان له آثار حسنة، وهو الذس عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون، قال ابن كثير في تاريخه: كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالاً هائلاً وكان شهماً شجاعاً بطلاً عاقلاً عالماً عادلاً رحمه الله وأكرم مثواه، قال: وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب بن دحية مجلداً في المولد النيوي سماه التنوير في مولد البشير النذير فأجازه على ذلك بألف دينار، وقد طالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر للفرنج بمدينة عكا سنة ثلاثين وستمائة محمود السيرة والسريرة۔

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার। এবং সালাত তাঁর মনোনিত বান্দাদের উপর। অত:পর, প্রশ্ন হচ্ছে রবীউল আউয়াল মাসে মাওলুদ শরীফের আমল ব্যাপারে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তার হুকুম বা বিধান কি? এটা প্রশংসনীয় কি নিন্দনীয়? যিনি তার উপর আমল করেন তাকে ছওয়াব দেওয়া হয় কি হয় না ? আমার কাছে এর উত্তর হচ্ছে মওলুদ শরীফের আমলের মূল কথা হচ্ছে, কিছু লোক একত্রিত হবে, কোরান শরীফ থেকে কিছু পাঠ করবে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের প্রারম্ভের কিছু ঘটনা অবতারণা করবে এবং যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে সে গুলো আলোচনা করবে। অতঃপর উপস্থিত সকলকে কিছু খাওয়াবে। আর এর চেয়ে বেশী কিছু করবেনা এটা হচ্ছে বিদআতে হাসানা যার প্রবর্তককে ছওয়াব প্রদাণ করা হবে। কারণ এতে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহত্বের সম্মান, আনন্দ প্রকাশ তাঁর জন্মের শুভ সংবাদ প্রচার।

আর যিনি সর্ব প্রথম তার প্রচলণ করেন তিনি হচ্ছেন ছাহিবে ইরবল, মালিকুল মুজাফফর আবু সাইদ কাউকাবরী বিন জয়নুদ্দীন আলী বিন বকতাসকিন। তিনি একজন সম্মানিত রাজা, মহান ব্যক্তিত্ব। আর তাঁর রয়েছে সুন্দর নিদর্শণ বা কীর্তি। ইবনে কাছির তাঁর গ্রন্থে বলেন তিনি রবিউল আউয়াল মাসে মাওলুদ শরীফের আমল করতেন। গুরুত্ব পূর্ণ মাহফিল করতেন তিনি ছিলেন মেধাবী, সাহসী, বীর, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও ন্যায় পরায়ণ। (আল্লাহ তাকে রহম করুক ও উত্তম বিনিময় দান করুক) তিনি বলেন, তাঁর জন্য তাঁর শায়খ আবুল খাত্তাব বিন দিহহীয়া মাওলুদ শরীফ বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করেন যার নাম হচ্ছে "আত-তানভীর ফি মাওলিদিল বাশির আন-নাজির" এর বিনিময়ে তিনি তাঁকে এক হাজার দিনার এনাম দেন। আর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে রাজার আসনে তিনি ছিলেন।

---

(১) أقول كيف تكون بدعة وحسنة لأن المحسن لها إماالشارع فلا تكون بدعة وأما العقل فليس مذهب أهل السنة والجماعة لأن الحسن والقبح راجعان للشرع فما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه فهو قبح. وقد غلط كثير من العلماء في هذا المبحث انظر الاعتصام الشاطبي تتحقق ذلك-

আমি বলব, কিভাবে বিদআত হয় ও কিভাবে হাসানা হয়। কারণ ভাল বা হাসানা নির্ধারণ করে শরীয়ত অথবা বুদ্ধি। সুতরাং শরীয়ত যেটাকে হাসানা বা ভাল নির্ধারণ করে সেটা বিদআত হতে পারেনা। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মতে আকল বা বুদ্ধি ভাল বা মন্দ নির্ধারণ করতে পারেনা। কেননা ভাল বা মন্দ এর মান নির্ণয়ক কেবল শরীয়ত। সুতরাং শরীয়ত যেটাকে ভাল বা হাসানা বলেছে সেটা ভাল আর শরীয়ত যেটাকে মন্দ নির্ধারণ করেছে সেটা মন্দ। আর এ বিষয়ে অনেক আলেমরা করে থাকেন। এর জন্য দেখুন الاعتصام الشاطبي।

وقال سبط بن الجوزي في مرآة الزمان: حكى بعض المو الد أنه عد في ذلك السماط خمسة آلاف رأس غنم مشوي وعشرة آلاف دجاجة وما ئة فرس وما ئة الف زبدية وثلاثين ألف صحن حلوى، قال: وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع عليهم ويطلق لهم ويعمل للصوفية سماعا من الظهر إلى الفجر ويرقص بنفسه معهم، وكان يصرف على المولد في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار، وكانت له دار ضيافة للوافدين من أي جهة على اي صفة فكان يصرف على هذاه الدار في كل سنة مائةألف دينار. وكان يستفك من الفرنج في كل سنة أسارى بمائتي ألف دينار، وكان يصرف على الحرمين والمياه بدرب الحجاز في كل سنة ثلاثين ألف دينار، هذا كله سوى صدقات السر، وحكت زوجته ربيعة خاتون بنت أسوب أخت الملك الناصر صلاح الدين أن قميصه كان من كرباس غليظ لا يساوي خمسة دراهم قالت : فعاتبته في ذلك فقال : لبسي ثوبا بخمسة وأتصدق بالباقي خير من أن ألبس ثوبا مثمنا وأدع الفقير ولمسكين-

ছাবাত বিন জাওজি 'মির আতুজামান' এর মধ্যে উল্লেখ করেন, কোন এক মওলুদ শরীফে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি উল্লেখ করে যাছিল মুজফফরে। আর এখানে আপ্যয়নের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল পাঁচ হাজার ভূনা বকরী, দশ হাজার মুরগী, এক লাখ মাখনের পাত্র এবং ত্রিশ হাজার হালুওয়ার পেয়ালা। তিনি বলেন তাঁর মওলুদ শরীফের মজলিসে বড় বড় আলেম ও সুফী তাশরীফ আনতেন । তিনি তাদের সম্মান করতেন। আর সুফীদের জন্য শোনানির ব্যবস্থা করতেন জোহর থেকে ফজর পর্যন্ত। আর তিনি ও

তাদের সাথে থাকতেন। তিনি প্রতি বৎসর মওলুদ শরীফে তিন লক্ষ দিনার খরছ করতেন। আর তাঁর মেহমান খানা ছিল যে কোন দেশের যে কোন জাতীর লোকের জন্য। প্রতি বৎসর তিনি এ মেহমান খানায় খরছ করতেন এক লক্ষ দিনার। এ ছাড়া ও তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রে হাজার হাজার দিনার খরচ করতেন। আর এ সব কিছু তাঁর গোপন সদকার বাহিরের হিসাব। অর্থাৎ তিনি গোপনে গোপনে আরো অনেক সদকা করতেন।

তাঁর স্ত্রী রাবেয়া খাতুন বিনতে আইয়ুব বর্ণনা করেন তিনি মোটা সুতার জামা পরিধাণ করতেন যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহামেরও কম। তখন এ বিষয়ে তাঁর স্ত্রী তাকে দোষারোপ করতেন। উত্তরে তিনি বলতেন আমি পাঁচ দিরহাম মূল্যের কাপড় পরিধাণ করি এবং বাকী টাকা সদকা করে দেই। এবং আমি মনে করি দামি কাপড় পরিধাণ না করে ফকির মিসকিনকে সদকা করা শ্রেয়।

وَقَالَ ابنُ خَلكَانَ فِيْ تَرْجَمَةِ الْحَافِظِ أَبِي الْخَطَّابِ بن دَحْيَةِ : كَانَ مِنْ أَعيَانِ الْعلمَاءِ وَمَشَاهِيْرِ الْفُضَلَاءِ- قَدِمَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَدَخَلَ الشَّامَ وَالْعِرَاقَ وَاجْتَازَ بِارْبلَ سَنَةَ أَربَعٍ وَسِتِّمَائَةٍ فَوَجَدَ مَلِكَهَا الْمُعَظَّمَ مُظَفَّرَ الدِّيْنِ بنَ زَيْنِ الدِّينِ يَعْتَنِيْ بِالْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ فَعَمِلَ لَهُ كِتَابَ التَّنْوِيْرِ فِيْ مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ وَقَرَأَهُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ فَأَجَازَهُ بِأَلْفِ دِيْنَارٍ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْنَاهُ عَلَى السُّلْطَانِ فِيْ سِتَّةِ مَجَالِسَ فِيْ سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةٍ اِنْتَهَى-

ইবনে খালদুন তরজমায়ে হাফিজ আবুল খাত্তাব বিন দিহইয়াতে উল্লেখ করেন বড় বড় বিখ্যাত আলেমরা পাশ্চাত্য থেকে আগমন করতেন এবং সিরিয়া ও ইরাকে প্রবেশ করতেন এবং বাদশাহ ইরবল এর কাছে গেলেন ৬০৪ খৃষ্টাব্দে। তখন মহান বাদশাহ মুজাফ্‌ফর উদ্দিন বিন জয়নুদ্দিন কে পেলেন তিনি মওলুদ শরীফের চর্চা করছেন। তখন তাকে "আত-তানবীর ফি মাওলিদিল বাশির আন-নাজির" কিতাবটি দেখালেন। এবং তিনি নিজে তার কাছে এটা পড়লেন এবং তাকে এক হাজার দিনার পুরস্কার দিলেন। বললেন, এটা সুলতানের কাছে ছয়টি মজলিসে শুনেছি ৬২৫ খৃষ্টাব্দে।

وَقَدادعى الشيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري المشهور بالفاكهاني من متأخري المالكية أن عمل المولد بدعة مذمومة وألف في ذلك كتابا سماه المورد في الكلام على عمل المولد وأنا أسوقه هنا برمته وأتكلم عليه حرفا حرفا۔

শেখ তাজ উদ্দিন ওমর বিন আলী আলখামী আস সিকন্দরী যিনি আল ফাকেহানী নামে পরিচিত তিনি দাবী করেন মওলুদ শরীফের আমল বিদআত ও গর্হিত কাজ।আর এ বিষয়ে তিনি এক খানা কিতাব রচনা করেন যার নাম " আল মাউরিদু ফিল কালামি আল আমলিল মাওলিদ। আর আমি (ইমাম সুয়ূতী) এটা ভালভাবে অধ্যয়ন করি।

قال رحمه الله : الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين، وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين، ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين، وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين، أحمده على ما من به من أنوار اليقين، وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين۔

أما بعد، فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد هل له أصل في الشرع أو هو بدعة وحدث في الدين ؟ وقصدوا الجواب

عن ذلك مبيناً والإيضاح عنه معيناً فقلت وبالله التوفيق: لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون، بدليل أنا إذا أدرنا عليه الأحكام الخمس قلنا إما أن يكون واجباً أو مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرماً، وليس بواجب إجماعاً ولا مندوباً لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه. وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون (ولا العلماء) المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت، ولا جائز أن يكون مباحاً لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين، فلم يبق إلا أن يكون مكروهاً أو حراماً، وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين والتفرقة بين حالين-

সেখানে তিনি হামদ ও ছানা ও দুরুদ শরীফ এর পর উল্লেখ করেন অনেকে বারবার প্রশ্ন করেন রবিউল আউয়াল মাসে মাওলুদ নামক অনুষ্ঠান ব্যাপারে যে অনুষ্টানটি অনেকেই করেন। এর শরয়ী কোন ভিত্তি আছে কিনা? এটা কি বিদআত? তারা এই বিষয়ে স্পষ্ট ভাবে আমার কাছে উত্তর চান। আমি আল্লাহর দেওয়া তাওফিক অনুযায়ী বলি

আমার জানামতে কিতাবুল্লাহ বা হাদীস শরীফে এর কোন ভিত্তি নাই। এবং ছলফের কাছ থেকে এর কোন আমল ও অবতারিত নেই বরং এটা বিদআত বাতিল পন্থীরা এটা আবিস্কার করেছে, নিজের ইচ্ছামত, নিজের পেট ভরার জন্য। আর আমি পাঁচটি দলিল সহ এটা খন্ডন করব। আমরা বলব এটা হয়ত ওয়াজিব, অথবা মানদুব অথবা মুবাহ অথবা মাকরুহ অথবা হারাম। এর উত্তরে আমি বলব ইজমা মতে তা ওয়াজিব নহে। আর তা মানদুবও নহে। কারণ মানদূব বলা হয় যা ত্যাগ করা শরীয়ত নিন্দা জ্ঞাপন

করেনি। আর তা (মাওলুদ) শরীয়ত অনুমতি দেয়নি। ছাহাবায়ে কেরাম বা তবে তাবেয়ীন বা পরহেজগার আলেমরাও তা করেনি। আর আল্লাহ যদি এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করেন তবে এটা হচ্ছে আমার জওয়াব। আর তা জায়েজও হতে পারেনা যাতে তাকে মুবাহ বলা যায়। কার ইজমায়ে মুসলিমিনের দ্বারা প্রমাণিত ধর্মের মধ্যে নতুন কিছু আবিস্কার (বিদাআত) মুবাহ হতে পারেনা। সুতরাং বলা যায় তা মাকরুহ বা হারাম হবে। আর এ বিষয়ে আমি দুইটি অধ্যায়ে উভয় অবস্থার পার্থক্য দেখিয়ে আলোচনা করব।

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَعْمَلَهُ رَجُلٌ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ لِأَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِيَالِهِ لَايُجَاوِزُوْنَ فِيْ ذٰلِكَ الْاِجْتِمَاعَ عَلٰى أَكْلِ الطَّعَامِ وَلَا يَقْتَرِفُوْنَ شَيْئًا مِنَ الْاٰثَامِ، وَهٰذَا الَّذِيْ وَصَفْنَاهُ بِأَنَّهُ بِدْعَةٌ مَكْرُوْهَةٌ وَشَنَاعَةٌ اِذْ لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنْ مُتَقَدِّمِيْ أَهْلِ الطَّاعَةِ الَّذِيْنَ هُمْ فُقَهَاءُ الْاِسْلَامِ وَعُلَمَاءُ الْاَنَامِ سُرُجُ الْاَزْمِنَةِ وَزَيْنُ الْاَمْكِنَةِ.

প্রথমতঃ মনে কর কোন ব্যক্তি নিজ টাকা খরছ করে মাওলুদ শরীফের উপর আমল করলো, তার পরিবার বর্গ ও বন্ধু বান্ধব নিয়ে। এতে কিছু খাওয়া দাওয়ার ব্যাবস্থা করল আর এ ক্ষেত্রে কোন পাপ কাজ সংযোজিত করলনা। তখন আমরা এই অনুষ্টানকে “বিদআত মাকরুহ” নামে অভিহিত করব। কারণ এটাকে পুর্ববর্তী কেহ করে যায়নি যাদের আমরা অনুসরণ করে থাকি অর্থ্যাৎ পুর্ববর্তী ফকিহ বা আলেম কেহ এ কাজ করেনি।

وَالثَّانِيْ : أَنْ تَدْخُلَهُ الْجِنَايَةُ وَتَقْوٰى بِهِ الْعِنَايَةُ حَتّٰى يُعْطِى أَحَدُهُمْ الشَّيْءَ وَنَفْسُهُ تَتْبَعُهُ وَقَلْبُهُ يُؤْلِمُهُ وَيُوْجِعُهُ لِمَا يَجِدُ مِنْ أَلَمِ الْحَيْفِ، وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ: أَخْذُ الْمَالِ بِالْحَيَاءِ كَأَخْذِهِ بِالسَّيْفِ لَا سِيَّمَا إِنِ انْضَافَ إِلٰى ذٰلِكَ شَيْءٌ مِنَ الْغِنَاءِ مَعَ الْبُطُوْنِ الْمَلْأٰى بِاٰلَاتِ الْبَاطِلِ مِنَ الدُّفُوْفِ وَالشَّبَّابَاتِ، وَاجْتِمَاعِ الرِّجَالِ مَعَ الشَّبَابِ الْمُرْدِ وَالنِّسَاءِ الْفَاتِنَاتِ، إِمَّا مُخْتَلِطَاتٍ بِهِنَّ أَوْ مُشْرِفَاتٍ، وَالرَّقْصِ بِالتَّثَنِّيْ وَالْاِنْعِطَافِ

وَالْاِسْتِغْرَاقُ فِي اللَّهْوِ وَنِسْيَانِ يَوْمِ الْمَخَافِ. وَكَذٰلِكَ النِّسَاءُ إِذَا اجْتَمَعْنَ عَلٰى أَنْفُرٍ أَدْهَنَ رَافِعَاتٍ أَصْوَاتِهِنَّ بِالتَّهْنِيْكِ وَالتَّطْرِيْبِ فِي الْإِنْشَادِ وَالْخُرُوْجِ فِي التِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ عَنِ الْمَشْرُوْعِ وَالْأَمْرِ الْمُعْتَادِ غَافِلَاتٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى: (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤) (الفجر: ١٤) وَهٰذَا الَّذِيْ لَا يَخْتَلِفُ فِي تَحْرِيْمِهِ اِثْنَانِ وَلَايَسْتَحْسِنُهُ ذُوْو الْمَرْزِيْدِكَ أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ لَا مِنَ الْأُمُوْرِ الْمُنْكَرَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ، فَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، بَدَأَالْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ، وَلِلّٰهِ دَرُّ شَيْخِنَا الْقُشَيْرِيِّ حَيْثُ يَقُوْلُ فِيْمَا أَجَزْنَاهُ:

দ্বিতীয়ত : এ ধরণের মিলাদ অনুষ্টানে যদি কোন পাপাচার যুক্ত হয় এবং অনুষ্টানের প্রতি অন্যকে অনুপ্রাণীত করা হয়। এমন কি নিজে কষ্ট করেও অন্যকে কোন হাদিয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ উপস্থিত আলেমদেরকে যদি কোন টাকা দেওয়া হয় এবং নিজে মনে মনে কষ্ট পায়। বিশেষ করে এতে বাদ্য যন্ত্র সহ যদি গানের আয়োজন করা হয় বা যুবক যুবতিকে একত্র করা হয় বা গায়িকাকে হাজির করা হয়। বা শুধু মহিলারা এ অনুষ্টানের আয়োজন করে এবং উচু স্বরে আওয়াজ করে বা কবিতা আবৃতি করে। আর কোরান শরীফ তেলাওয়াত বা যিকির আযকার ছেড়ে দেয়। তা হলে এটা যে হারাম তা কেহ আপত্তি করতে পারবেন? আর এটা কেবল তারাই হালাল বা যায়েজ মনে করবে যাদের অন্তর (ক্বলব) মৃত। এবং তারা এটাকে ইবাদত মনে করবে। তখন আফসোস করে আমাদের পক্ষে ইন্না লিল্লাহি .... বলা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। পরে তিনি কয়েকটি কবিতার পংক্তি উল্লেখ করেন। এর অর্থ হচ্ছে-

قَدْعُرِفَ الْمُنْكَرُ وَاسْتُنْكِرَ الْمَعْرُوْفُ فِيْ أَيَّامِنَا الصَّعْبَةِ

وَصَارَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وَهْدَةٍ وَصَارَ أَهْلُ الْجَهْلِ فِي رُتْبَةٍ

حَادُّوْا عَنِ الْحَقِّ فَمَا لِلَّذِيْ سَارُوْا بِهِ فِيْمَامَضٰى نِسْبَةٌ

فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربه

لاتنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الغربه

আমাদের এসংকটময় দিনে নিষিদ্ধ কাজ গৃহিত হয় এবং সিদ্ধ কাজ গর্হিত হয়। যারা আলেম তারা পদদলিত হয় আর যারা জাহেল তারা সম্মানিত হয়। তারা হক থেকে বিচ্যুতি লাভ করেছে। দ্বীন বা ধর্মের সংকটাবস্থা হয়েছে। সূতরাং তোমাদের অবস্থা অস্বীকার না করে তাওবা কর।

ولقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلاء حيث يقول : لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب، هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم —وهو ربيع الأول- هو بعينه الشهر الذي توفي فيه. فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه. وهذا ما علينا أن نقول ومن الله تعالى نرجو حسن القبول

ইমাম আবু আমর বিন আলা কত সুন্দর ভাবে বলেছেন কি আশ্চর্য্য যে রবিউল আউয়াল মাসে মহানবী, জন্ম হয়েছেন তিনি ঐ মাসে ইন্তেকালও হয়েছেন সূতরাং এ মাসে বিলাপ করা থেকে খুশী করা বেশী উত্তম নহে। এবং এটা আমাদেরও কথা।

هذا جميع ما أورده الفاكهاني في كتابه المذكور ، وأقول: أما قوله لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة فيقال عليه نفي العلم لا يلزم منه نفي الوجود، وقد استخرج له إمام الحفاظ ابو اللفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة واستخرجت له أنا له أصلا ثانيا وسيأتي ذكرها بعد هذا، وقوله: بل هو بدعة أحدثها البطالون إلى قوله: ولا العلماء المتدينون يقال عليه قد تقدم أنه أحدثه ملك عادل عالم وقصد به التقرب إلى الله تعالى وحضر عنده فيه العلماء والصلحاء من غير

نَكِيرٌ مِنهم، وارتضاءُ ابن دِحيةَ وصنّف له من أجله كتابًا، فَهؤلاءِ عُلَماءُ مُتَدَيِّنُونَ رَضُوهُ وَأَقَرُّوهُ وَلَمْ يُنكِرُوهُ، وَقَوْلُهُ وَلَا مَندُوبًا لِأَنَّ حَقِيقَةَ المَندُوبِ مَا طَلَبَهُ الشَّرْعُ يُقَالُ عَلَيْهِ: إِنَّ الطَّلَبَ فِي المَندُوبِ تَارَةً يَكُونُ بِالنَّصِّ وَتَارَةً يَكُونُ بِالقِيَاسِ، وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ فَفِيهِ القِيَاسُ عَلَى الأَصْلَيْنِ الآتِي ذِكْرُهُمَا، وَقَوْلُهُ: وَلَا جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا لِأَنَّ الابْتِدَاعَ فِي الدِّينِ لَيْسَ مُبَاحًا بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ كَلَامٌ غَيْرُ مُسَلَّمٍ لِأَنَّ البِدْعَةَ لَمْ تَنْحَصِرْ فِي الحَرَامِ وَالمَكْرُوهِ بَلْ قَدْ تَكُونُ أَيْضًا مُبَاحَةً وَمَندُوبَةً وَوَاجِبَةً. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِ الأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ: البِدْعَةُ فِي الشَّرْعِ هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عليه وسلم وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى حَسَنَةٍ وَقَبِيحَةٍ،

উল্লেখিত বক্তব্য আল ফাকেহানীর। তিনি তার রচিত কিতাবে তা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে আমরা তার বক্তব্যের জবাব লিখছি।

তার উক্তি "আমার জানা নেই এই মওলুদ শরীফের মূল বা আসল কিতাবুল্লাহ বা ছুন্নাতে নেই। এর উত্তরে আমরা বলব "না জানার অর্থ না থাকা নহে।" অর্থাৎ আমি বলব তিনি যদিও তার আসল কোরান শরীফে বা হাদীসে পান নাই তাই একথা দলীল হতে পারেনা যে, কোরান শরীফ বা হাদীসে এর ভিত্তি নেই। অথবা , এ বিষয়ে ইমামুল হুফ্‌ফাজ আবুল ফজল আহমদ বিন হাজার হাদীস থেকে এর ভিত্তি বা আসল বের করেছেন এবং আমি একটি ভিত্তি বের করেছি যার বর্ণনা পরবর্তীতে আসছে।

তার উক্তি "বরং এটা বিদাত যা বাতিল পন্থীরা বের করেছে .... এটা কোন দ্বীনদার আলেম বের করেননি। " এর উত্তরে বলছি পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এটা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এক দীনদার আলেম বের করেছেন। যার নিকট অনেক আলেম ও দিনদার ব্যক্তি হাজির হতেন. কেহ এটাকে অস্বীকার করেননি। ইবনে দেহইয়া এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ

করেছেন এবং এ বিষয়ে একটি কিতাব রচনা করেছেন। আর এসব আলেম হচ্ছেন দীনদার তাঁরা এটাকে অনুমোদন দিয়েছেন অস্বীকার করেননি।

আর তার উক্তি " (ولامندوبا) এটা মানদুবও নহে কারণ মানদুবের বাস্তবতা হচ্ছে যা শরীয়ত চাহে। "এর উত্তরে বলা যায় মানদুব কখনও নস দ্বারা হয় আর কখনও কখনও কিয়াস দ্বারা হয়। এ ক্ষেত্রে যদিও নস নেই তবে কিয়াস রয়েছে দু'টি মুলনীতির উপর, যার আলোচনা পরবর্তীতে আসছে।

আর তার উক্তি (ولاجائز.) এটা জায়েজ নহে যাতে এটাকে 'মুবাহ' বলা যাবে, কারণ ইজমায়ে মুসলিমিন দ্বারা প্রমাণিত দীনের মধ্যে বিদআত মুবাহ হতে পারেনা। এ উক্তিটি গ্রহণ করা যায়না, কারণ বিদআত হারাম ও মাকরুহের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নহে। বরং ক্ষেত্র বিশেষ বিদআত, মুবাহ, মানদুব বা ওয়াজিব হতে পারে, ইমাম নববী 'তাহবীবুল আসমা ওয়াললুগাত গ্রন্থে বলেন শরীয়াতের পরিভাষায় বিদআত বলা হয় যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ছিলনা তা আবিস্কার করা। আর তা দুই প্রকার : (১) হাসানা (২) কবিহা।

وَقَالَ الشَّيْخُ عِزِ الدِّيْنِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْقَوَاعِدِ: اَلْبِدْعَةُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى وَاجِبَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ. وَمَنْدُوْبَةٍ وَمَكْرُوْهَةٍ وَمُبَاحَةٍ، قَالَ: وَالطَّرِيقُ فِي ذَٰلِكَ أَنْ نَعْرِضَ الْبِدْعَةَ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيْعَةِ فَإِذَا دَخَلَتْ فِيْ قَوَاعِدِ الْإِيجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ، اَوْ فِيْ قَوَاعِدِ التَّحْرِيْمِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ، أَوِ النَّدْبِ فَمَنْدُوْبَةٌ، أَوِ الْمَكْرُوْهِ فَمَكْرُوْهَةٌ، أَوِ الْمُبَاحِ فَمُبَاحَةٌ، وَذَكَرَ لِكُلِّ قِسْمٍ مِنْ هٰذِهِ الْخَمْسَةِ أَمْثِلَةً إِلَى أَنْ قَالَ: وَلِلْبِدَعِ الْمَنْدُوْبَةِ أَمْثِلَةٌ، مِنْهَا اُحْدَاثُ الرُّبُطِ وَالْمَدَارِسِ وَكُلِّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، وَمِنْهَا التَّرَاوِيْحِ وَالْكَلَامُ فِي دَقَائِقِ التَّصَوُّفِ وَفِي الْجَدْلِ، وَمِنْهَا جَمْعُ الْمَحَافِلِ لِلْاِسْتِدْلَالِ فِيْ الْمَسَائِلِ إِنْ قَصَدَ بِذٰلِكَ وَجْهَ الله تعالى،

(١) هذا التقسيم لم يسبق إليه العزبن عبد السلام لأنه اول من قسم البدعة وهو خرق للإجماع قبله وفي إيراده إحداث الربط والمدارس من البدع الممدوحة غير مسلم لأن هذا من الشرع انظر الاعتصام.

শেখ ইজুদ্দিন বিন আবদুস সালাম কাওয়াইদ এ বলেন বিদআত ওয়জিব, মুহরিমা, মানদুবা, ও মুবাহ হতে পারে। তিনি বলেন এক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে বিদআতকে শরীয়তের নিয়মে উপস্থাপন করা যাবে। সুতরাং তা যদি ওয়াজিব এর নিয়মে পড়ে তবে ওয়াজিব, হারামের, নিয়মে পড়লে হারাম, নদবের নিয়মে পড়লে মানদুব অনুরূপভাবে মাকরুহ বা মুবাহ হতে পারে। আর এই পাঁচ প্রকারের প্রতিটির উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা বা যে সকল ভাল কাজ প্রথম যুগে পাওয়া যায়নি তা মানদুব। যেমন তারাবিহের নামাজ । তাসাউফ বিষয়ের আলোচনা ক[illegible] বা মাসলা মাসাইল পেশ করার ক্ষেত্রে দলিল উপস্থাপনের জন্য মাহফিল কায়েম করা। অবশ্য এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা।

وَرَوَى الْبَيْهَقِي بإسْنَادِهِ فِيْ مُنَاقِب الشَّافِعِي عَنِ الشَّافِعِي قَالَ: اَلْمُحْدَثَاتُ مِنَ الْأُمُوْرِ ضَرْبَانِ: أَحُدُهُمَا مَا أُحْدِثَ مِمَّا يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ اَثْرًا أَوْ إِجْمَاعًا فَهٰذِهِ الْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ، وَالثَّانِيْ مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لاَ خِلاَفَ فِيْهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هٰذَا، وَهٰذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُوْمَةٍ، وَقَدْ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ يَعْنِي أَنَّهَا مُحْدَثَةٌ لَمْ تَكُنْ وَإِذَا كَانَتْ فَلَيْسَ فِيهَا رد لما مضى- هٰذَا آخَرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ، فَعُرِفَ بِذٰلِكَ مَنْعُ قَوْلِ الشَّيْخِ تَاجِ الدِّيْنِ وَلَا جَائِزٌ أَنْ تَكُوْنَ مُبَاحًا إِلَى قَوْلِه: وَهٰذَا الَّذِي وَصَفْنَاهُ بِأَنَّهُ بِدْعَةٌ مَكْرُوْهَةٌ إِلَى آخِرِهِ لِأَنَّ هٰذَا الْقِسْمَ مِمَّا أُحْدِثَ وَلَيْسَ فِيْهِ مُخَالَفَةٌ لِكِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا

أثر ولا إجماع فهي غير مذمومة كما في عبارة الشافعي وهو من الإحسان الذي لم يعهد في العصر الأول، فإن إطعام الطعام الخالي عن اقتراف الآثام إحسان فهو من البدع المندوبة كما في عبارة ابن عبد السلام. وقوله: والثاني إلى آخره هو كلام صحيح في نفسه غير أن التحريم فيه إنما جاء من قبل هذه الأشياء المحرمة التي ضمت إليه لا من حيث الاجتماع لاظهار شعار المولد، بل لو وقع مثل هذه الأمور في الاجتماع لصلاة الجمعة مثلا لكانت قبيحة شنيعة، ولا يلزم من ذلك ذم أصل الاجتماع لصلاة الجمعة كما هو واضح، وقد رأينا بعض هذه الأمور يقع في ليال من رمضان عند اجتماع الناس لصلاة التراويح فهل يتصور ذم الاجتماع لصلاة التراويح لأجل هذه الأمور التي قرنت بها؟ لا بل نقول أصل الاجتماع لصلاة التراويح سنة وقربة وما ضم إليها من هذه الأمور قبيح وشنيع، وكذلك نقول: أصل الاجتماع لإظهار شعار المولد مندوب وقربة، وما ضم إليه من هذه الأمور مذموم وممنوع، وقوله مع أن الشهر الذي ولد فيه إلى آخره جوابه أن يقال أولا: أن ولادته صلى الله عليه وسلم أعظم النعم علينا ووفاته أعظم المصائب لنا، والشريعة حثت على إظهار شكر النعم والصبر والسكون والكتم عند المصائب، وقد أمر الشرع بالعقيقة عند الولادة وهي إظهار شكر وفرح بالمولود ولم يأمر عند الموت بذبح ولا بغيره بل نهى عن النياحة وإظهار الجزع، فدلت قواعد الشريعة على أنه يحسن في هذا

الشَّهر إِظْهارُ الْفَرحِ بولادته صلى الله عليه وسلم دُونَ إِظْهار الْحُزْنِ فِيْه بوفاته، وَقَدْ قَالَ ابنُ رَجُب فِيْ كِتَاب اللطائف فِيْ ذَمِّ الرَّافِضَة حَيْثُ اتَّخَذُوا يَوْمَ عَاشُوْرَاء مَأْتَمًا لِأَجْلِ قَتْلِ الْحُسَيْنِ لَمْ يَأْمُرِ اللهُ وَلا رَسُوْلُه بِاتِّخَاذ أَيَّامِ مَصَائِبِ الْأَنْبِيَاءِ وَمُوْتهم مَأْتَمًا فَكَيْفَ مِمَّنْ هُوَ دُوْنَهُمْ؟

ইমাম বায়হাকী মানাকীবে শাফীতে ইমাম শাফী (রঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফী বলেছেন- বিদআত দুই প্রকার : (১) এমন বিদআত যা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাত, আছার, বা ইজমার বিপরীত তা বিদআতে দালালা (নিন্দিত বিদআত) (২) এমন বিদআত যা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাত, আছার বা ইজমা সবটির বা যে কোন একটির বিপরীত নহে তা নিন্দনীয় নহে। আর হযরত ওমর (রাঃ) কিয়ামে শাহরে রামদ্বান (তারাবীহ) এর ব্যাপারে বলেন এটা কত সুন্দর বিদআত । আর ইমাম শাফেয়ীর শেষ কথা হচ্ছে- এটা নতুন বিষয় বা পূর্বে ছিলনা, আর যদিও থেকে থাকে তা অতীতে উপেক্ষিত হয়নি।

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা তাজ উদ্দিনের উক্তি (ولاجائز) এটা জায়েজ নহে .... থেকে শেষ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়েছে তা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাত, আছার বা ইজমার বিপরীত নহে। সুতরাং এটা নিন্দনীয় নহে। যা ইমাম শাফেয়ীর আলোচনায় এসেছে। এটা এমন ভাল কাজের অন্তর্ভূক্ত যা প্রথম যুগে পাওয়া যায়নি। কারণ পাপাচারে লিপ্ত না হয়ে কাউকে খাদ্য খাওয়ানো ভাল কাজ। সূতরাং এটা বিদআতে মানদুবাহ যেমন- ইবনে সালামের ইবারতে আছে।

আর তার উক্তি "(والثانى) দ্বিতীয়ও :..... ।" এর উত্তরে বলা যায় এটা কোন সঠিক কথা নহে। কারণ কথা গুলো শুদ্ধ তবে তা হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে- সে মানে কিছু হারাম জিনিস যোগ হয়েছে। অর্থাৎ মিলাদ শরীফের অনুষ্টান হারাম নহে বরং যে ক্ষেত্রে যে সব নিষিদ্ধ বিষয় যোগ হয়েছে সে গুলোর কারণে অনুষ্টান হারাম। এ গুলো বাদ দিলে মিলাদ অনুষ্টান হারাম নহে। আর এই সব নিষিদ্ধ কাজ যদি অন্য যে কোন বৈঠকে আসে তবে সে অনুষ্টানও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। যেমন জুম্মার নামাজের সময়ও

www.AmarIslam.com

যদি এ গুলো এসে যায় তবে তা নিষিদ্ধ হবে। জুম্মার নামাজ তো আর নিষিদ্ধ বলা যাবেনা যা খুবই স্পষ্ট কথা আর আমরা দেখেছি এমন নিষিদ্ধ তারাবীর জামাতেও হয়। এজন্য কি তারাবীহর নামাজ নিন্দনীয় হবে? মোটেই না। বরং আমরা বলব তারাবীর নামাজের জমায়েত ছুন্নাত আর যে সব অশুভ কাজ এতে যোগ হয় যে গুলো হারাম। অনুরূপ ভাবে আমরা বলব মওলুদ অনুষ্টান জায়েজ ও ভাল কাজ। আর যে সব নিষিদ্ধ কাজ এতে যোগ হয়। যেমন গান বাজনা, রমনীদের উপস্থিতি ইত্যাদি নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ আর তার উক্তি "যে মাসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছেন................। এর উত্তরে বলা যায়- হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত এবং তাঁর ওফাত সব চেয়ে বড় মুসীবত। আর শরীয়ত আমাদেরকে নেয়ামত সমুহ আলোচনা করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে, আর মুসীবতের সময় ধৈর্য্য ধারণ করতে বলেছে। অনুরূপ ভাবে শরীয়ত জন্মের সময় আক্বীক্বা করার বিধান দিয়েছে আর এটা (আক্বীক্বা) এ কারণে যে, জন্মের শোকরিয়া ও আনন্দ প্রকাশ করা। অথচ অফাতের সাথে কোন কিছু যবেহ করতে বা অন্য কিছু করতে বলেন নাই , বরং নিষিদ্ধ করেছে ক্রনন্দন করা বা বিলাপ করা। সূতরাং শরীয়তের বিধি বিধান প্রকাশ করে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের সময় আনন্দ প্রকাশ করা। তার মৃত্যুতে চিন্তিত হওয়া নহে।

ইবনে রজব তার কিতাবুল লতাইফের মধ্যে রাফেযীদের নিন্দা করতে গিয়ে বলেছেন তারা আশুরা কে বিলাপের দিন হিসেবে গ্রহণ করে। কারণ ঐ দিন ইমাম হোসাইন (রাঃ) নিহত হয়েছিলেন। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল নবীগণের মৃতুতে বা মৃত্যুর দিবসে বিলাপ না করতে বলেছেন। সূতরাং কিভাবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতে চিন্তিত হব?

وَقَدْ تكلم الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ الله بن الْحَاج فِيْ كِتَابه الْمدْخَل عَلَى عَمَلِ الْمَوْلِدِ فَأَتْقَنَ الْكَلَامَ فِيْهِ جِدًّا، وَحَاصِلُهُ مَدْحُ مَا كَانَ فِيْهِ مِنْ إِظْهَار شِعَار وَشُكْر، وَذَمُّ مَا احْتَوَى عَلَيْهِ مِنْ مُحَرَّمَاتِ وَمُنْكَرَاتِ، وَأَنَا أَسُوْقُ كَلَامَهُ فَصْلًا فَصْلًا قَالَ:

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বিন আল-হাজ তাঁর রচিত্ত আল-মুদখল গ্রন্থে মওলুদ শরীফের আমল ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি অনেক সারগর্ভ আলোচনা করেছেন । সার মর্ম কথা বলেছেন- হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের আলৌকিকতা প্রকাশ করা ও শোকরিয়া আদায় করা প্রশংসনীয়, আর সে সব নিষিদ্ধ বিষয় এতে যোগ হয় সে গুলো নিন্দনীয়। আর আমি তাঁর কথা গুলোর আলাদা আলাদা আলোচনা করছি।

فَصْلٌ فِي الْمَوْلِدِ : وَمِنْ جُمْلَةِ مَا أَحْدَثُوهُ مِنَ الْبِدَعِ مَعَ اعْتِقَادِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ الْعِبَادَاتِ وَإِظْهَارِ الشَّعَائِرِ مَا يَفْعَلُونَهُ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَوْلِدِ، وَقَدِ احْتَوَى ذَلِكَ عَلَى بِدَعٍ وَمُحَرَّمَاتٍ جُمْلَةٍ فَمِنْ ذَلِكَ مِمَّا جَعَلُوهُ آلَةً لِلسَّمَاعِ وَمَضَوْا فِي ذَلِكَ عَلَى الْعَوَائِدِ الذَّمِيمَةِ فِي كَوْنِهِمْ يَشْتَغِلُونَ فِي أَكْثَرِ الْأَزْمِنَةِ الَّتِي فَضَّلَهَا اللهُ تَعَالَى وَعَظَّمَهَا بِبِدَعٍ وَمُحَرَّمَاتٍ، وَلَاشَكَّ أَنَّ السَّمَاعَ فِي غَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِيهِ مَا فِيهِ فَكَيْفَ بِهِ إِذَا انْضَمَّ إِلَى فَضِيلَةِ هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ الَّذِي فَضَّلَهُ الله تعالى وَفَضَّلَنَا فِيهِ بِهَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ؟ فَآلَةُ الطَّرَبِ (د) وَالسَّمَاعِ أَيُّ نِسْبَةٍ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ تَعْظِيمِ هَذَا الشَّهْرِ الْكَرِيمِ الَّذِي مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا فِيهِ بِسَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَكَانَ يَجِبُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْخَيْرِ شُكْرًا لِلْمَوْلَى عَلَى مَا أولانا به مِنْ هَذِهِ النِّعَمِ الْعَظِيمَةِ وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزِدْ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِرَحْمَتِهِ صلى الله عليه وسلم بأمته وَرِفْقِهِ بهم لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كَانَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ خَشْيَةَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَى أُمَّتِهِ رحمة منه بهم، لَكِنْ أَشَارَ عليه السلام إِلَى فَضِيلَةِ هَذَا الشَّهْرِ

الْعظِيْم بقَوْله للسَّائل الَّذي سأله عن الصوم يوم الاثْنين: (ذَاكَ يَوم وُلدْتُ فِيْه) فَتَشْرِيْفُ هَذَا الْيَومِ مُتَضَمِّنٌ لِتَشْريف هَذا الشَّهر الَّذِيْ وُلِدَ فِيْه، فَيَنْبَغِي أَنْ نَحْتَرِمَهُ حقَّ الاِ حْتِرَام وَنُفَضِّلُهُ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ الأَشْهُرَ الْفَاضِلَةَ، وَهَذا مِنْهَا لِقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلام: (أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ)(آدَمُ فَمَنْ دُوْنَهُ تَحْتَ لِوَائِي) وَفَضِيْلَةُ الأَزْمِكنَة بِمَا خَصَّهَا الله بِه مِنَ الْعِبَادَات الَّتِيْ تفعَلُ فِيْهَا لِمَا قَدْ عَلِمَ أَنَّ الأَمْكِنَةَ وَالأَزْمِنَةَ لاَ تَشَرَّفُ لِذَاتِها وَإِنَّمَا يَحْصِلُ لَهَا التَّشْرِيْفُ بِمَا خُصَّتْ بِه مِنَ الْمَعَانِي، فَانْظُرْ إِلى مَا خَصَّ الله بِهِ هَذَا الشَّهْرَ الشَّرِيْفَ وَيَوْمَ الاثْنَيْنِ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الصَّوْمَ هَذَا الْيَوْمِ فِيْهِ فَضْلٌ عَظِيْمٌ لأنه صلى الله عليه وسلم وُلِدَ فِيْه؟ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي إِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّهْرُ الْكَرِيْمُ أَنْ يُكرِمَ وَيُعَظِّمَ وَيَحْتَرِمُ الاِحْتِرَام اللاَّئق به اِتْبَاعًا لَهُ صلى الله عليه وسلم فِيْ كَوْنِه كَانَ يَخُصُّ الأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ بِزِيَادَة فِعْلِ الْبِرِّ فِيْهَا وَكَثْرَةِ الْخَيْرَات، أَلاَ تَرَى إِلى قَوْلِ ابن عَبَّاس: (كَانَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وسلم أَجْوَدُ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَان أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِي رَمَضَانَ) فَنُمْتَثِلَ تَعْظِيْمَ الأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ بِمَا اِمْتَثَلَه عَلَى قَدْرِ اِسْتِطَاعَتِنَا۔

ফসলে মাওলিদ বা মীলাদ অধ্যায়ঃ- তারা যে সব বেদআত আবিস্কার করেছেন এবং বিশ্বাস রেখেছেন যে, এ সব বেদআত বড় ইবাদত এবং অলৌকিকতা প্রকাশ আর তারা এ সব গর্হিত কাজ এ মহান মাসে করে থাকেন সে গুলো নিংসন্দেহে হারাম। আর এ সব কাজে এ মাসে বা এ দিনে কেন? যে কোন সময়ই হারাম। সূতরাং আমরা বলব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম মাসে যদি এ সব গর্হিত কাজ করে থাকে তবে সে গুলো হারাম এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই বলে কি হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মান বর্ণনা করা হারাম হয়ে গেল? বরং আমরা বলব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের শোকরিয়া আদায় করতে বেশী বেশী ইবাদত করা দরকার। যদিও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এর প্রচলন করে যান নাই। কারণ তিনি ছিলেন রাহমাতুল লিল-আলামীন। তিনি মনে করতেন, তিনি এসব প্রচলন করে গেলে উম্মতের উপর ওয়জিব হবে এবং উম্মতের কষ্ট হবে। কিন্তু তিনি এ মাসের মর্যদার দিকে ইংগিত বা ঈশারা করে গেছেন। যেমন তিনি প্রতি সোমবার রোজা রাখতেন। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, ঐ দিনে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি। সূতরাং বলা যায় এ দিনের সম্মান করা এ মাসের সম্মান করার প্রতি ইংগিত বাহক। সূতরাং আমাদের উচিত আমরা ঐ মাসের যথাযথ সম্মান করব। এবং মহান আল্লাহ এর দ্বারা আমাদেরকে যে অনুগ্রহ করেছেন তার শোকরিয়া আদায় করব। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের উক্তি দ্বারা নিজের মর্যাদা তুলে ধরেছেন। যেমন- তিনি বলেন, আমি আদম সন্তানের সরদার এতে আমার কোন অহংকার নেই, আদম (আঃ) এবং তার পরবর্তী সবাই আমার "লেওয়া" এর নীচে থাকবেন ইত্যাদি।কিছু কিছু সময় ও স্থানকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন এই মাসে যে, সে মাসে ইবাদত হবে। আর এ মর্যাদা সময় বা স্থানের কারণে নহে। এর অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে। সূতরাং চিন্তা করতে পারি এই মাস (রবিউল আউয়াল) এই দিন নিয়ে। কেন এ গুলো সম্মানিত হল। তার উত্তর একটাই এ মাসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাব। তুমি কি মনে করনা এই দিনে (সোমবার) রোজা রাখা অধিক ফযিলতের। কারণ এ দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজা রেখেছেন।আর এটা এ কারণে যে তিনি ঐ দিন জন্ম গ্রহণ করেছেন। সূতারং বলা যায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসরণ করে যখন রবিউল আউয়াল মাস আসে তখন ঐ মাসের যথাযথ সম্মান করব। বেশী বেশী ইবাদাত করব দান খয়রাত করব। এ ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাসের (রাঃ) একটি উক্তি উপস্থাপন করা যায়। তিনি বলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল কাজে অনেক দানশীল ছিলেন আর রমজান মাসে আরো দানশীল ছিলেন। এ উক্তি দ্বারা বুঝা যায় সম্মানিত সময়ে দান খয়রাত করা ভাল যার যার তৌফিক অনুযায়ী।

فصل: فإنْ قال قائل قد التزم عليه الصلاة ولسلام في الأوقات الفاضلة ما التزمه مما قد علم ولم يلتزم في هذا الشهر ما التزمه في غيره فالجواب: أنّ ذلك لما علم من عادته الكريمة أنه يريد التخفيف عن أمته سيما فيما كان يخصه، ألا ترى إلى أنه عليه السلام حرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة ومع ذلك لم يشرع في قتل صيده ولا في قطع شجرة الجزاء تخفيفا على أمته ورحمة بهم، فكان ينظر إلى ما هو من جهته وإن كان فاضلا في نفسه فيتركه للتخفيف عنهم، فعلى هذا فتعظيم هذا الشهر الشريف إنما يكون بزيادة الأعمال الزاكيات فيه والصدقات إلى غير ذلك من القربات، فمن عجز عن ذلك فأقل أحواله أن يجتنب ما يحرم عليه ويكره له تعظيما لهذا الشهر الشريف وإن كان ذلك مطلوبا في غيره، إلا أنه في هذا الشهر أكثر احتراما، كما يتأكد في شهر رمضان وفي الأشهر الحرم فيترك الحدث في الدين ويجتنب مواضع البدع وما لا ينبغي، وقد ارتكب بعضهم في هذا الزمان ضد هذا المعنى وهو أنه إذا دخل هذا الشهر العظيم تسارعوا فيه إلى اللهو واللعب بالدف والشبابة وغيرهما، ويا ليتهم عملوا المغاني ليس إلا، بل يزعم بعضهم أنه يتأدب فيبدأ۔

(د) في نقل المؤلف كلام صاحب المدخل حذف كثير أخل بالمعنى المقصود انظر المدخل (٢\٢) .

ফছল; কেহ প্রশ্ন করতে পারেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয় লাযিম (অপরিহার্য্য) করেছেন সম্মনিত সময়ে অর্থাৎ সোমবারে

কিন্তু এই মাসে (রাবিউল আউয়াল) তো করেননি? এর উত্তরে বলা যায় যে, জানা আছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভ্যাস ছিল উম্মতের জন্য সহজ করা। তোমাদের কি জানা নেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে ভাবে মক্কায় কিছু বিষয় (শিকার) হারাম করেছিলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অনুরূপ বিষয় মদীনায় হারাম করেছিলেন। কিন্তু সে গুলো শরীয়তের বিধান হয়নি উম্মতের কষ্ট হবে মনে করে। সুতরাং ঐ সম্মনিত মাসে বেশী বেশী ইবাদত করতে হবে, সদকা করতে হবে আর সে সব কাজ যে গুলো দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। আর যারা এসব করতে অপারগ হবে তাদের জন্য উচিত ঐ মাসে হারাম বা নিষিদ্ধ কোন কাজ না করা ঐ মাসের সম্মানে। যদিও হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ সব মাসে না করার বিধান তদুপরি ঐ মাসের সম্মানে এসব ত্যাগ করা অধিকতর দরকার। যে ভাবে রমজান মাসে করা হয়। অবশ্য কেহ কেহ ঐ মাসে তার বিপরীত করে থাকে। তারা খেলা-ধুলা ও গান বাজনায় ব্যস্থ হয়। তারা প্রথমে কোরান শরীফ তেলাওয়াত করে পরে ফাসিদ কাজে লিপ্ত হয়। যুবক যুবতী, নারী পুরুষ একত্র হয়ে গান বাজনা করে আরো অসংখ্যা গর্হিত কাজ করে থাকে এসব খারাপ কাজ ছাড়া তারা যদি মওলুদ শরীফের নিয়তে ভাল আমল করে খাদ্য খাওয়ায়, সে গুলো যদিও বেদআত তবে জায়েজ।

المولد بقراءة الكتاب العزيز وينظرون إلى من هو أكثر معرفة بالتهوك والطرق المهيجة لطرب النفوس وهذا فيه من المفاسد، ثم إنهم لم يقتصروا على ما ذكر بل ضم بعضهم إلى ذلك الأمر الخطر وهو أن يكون المغني شابا لطيف الصورة حسن الصوت والكسوة والهيئة فينشد التغزل ويتكسر في صوته حركاته، فيفتن بعض من معه من الرجال والنساء، فتقع الفتنة في الفريقين ويثور من المفاسد ما لا يحصى، وقد يؤول ذلك في الغالب إلى فساد حال الزوج وحال الزوجة ويحصل الفراق والنكد العاجل وتشتت أمرهم بعد جمعهم، وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع، فإن خلا منه

وعمل طعاماً فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط، لأن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين، واتباع السلف أولى، ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن تبع فيسعنا ما وسعهم انتهى-

وحاصل ما ذكره أنه لم يذم المولد بل ذم ما يحتوي عليه من المحرمات والمنكرات، وأول كلامه صريح في أنه ينبغي أن يخص هذا الشهر بزيادة فعل البر وكثرة الخيرات والصدقات وغير ذلك من وجوه القربات، وهذا هو عمل المولد الذي استحسناه، فإنه ليس فيه شيء سوى قراءة القرآن وإطعام الطعام وذلك خير وبر وقربة، وأما قوله آخرا إنه بدعة فإما أن يكون مناقضاً لما تقدم أو يحمل على أنه بدعة حسنة كما تقدم تقريره في صدر الكتاب، أو يحمل على أن فعل ذلك خير والبدعة منه نية المولد كما أشار إليه بقوله فهو بدعة بنفس نيته فقط وبقوله، ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد، فظاهر هذا الكلام أنه كره أن ينوي به المولد فقط ولم يكره عمل الطعام ودعاء الإخوان إليه، وهذا إذا حقق النظر لا يجتمع مع أول كلامه لأنه حث فيه على زيادة فعل البر، وما ذكر معه على وجه الشكر لله تعالى، إذ أوجد في هذا الشهر الشريف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى نية المولد فكيف يذم هذا القدر مع الحث عليه أولاً، وأما مجرد فعل البر وما ذكر منه من غير نية أصلاً فإنه لا يكاد يتصور، ولو تصور لم يكن عبادة ولا ثواب فيه،

إذ لا عمل إلا بنية ولا نية هنا إلا الشكر لله تعالى على ولادة النبي الكريم في هذا الشهر الشريف، وهذا معنى نية المولد فهي نية مستحسنة بلا شك فتأمل.

উল্লেখিত আলোচনার সারকথা হচ্ছে মওলুদ শরীফ কোন নিন্দনীয় বিষয় নহে, বরং এ অনুষ্ঠানে যে সব হারাম বা গর্হিত কাজ মিশ্রিত হয় সে গুলোই নিন্দনীয়। এ বিষয়ে স্পষ্ট কথা হচ্ছে উচিৎ হল এই মাসকে খাস করা বেশী বেশী ভাল কাজ, বেশী বেশী দান খয়রাত বা যে সব কাজে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় সে সব কাজের সাথে। আর এটাই মওলুদ শরীফের আমল যাকে আমরা উত্তম বলে থাকি। কারণ, এতে কোরান শরীফ তেলাওয়াত খাদ্য খাওয়ানো ছাড়া আর কোন কিছু নেই। আর এ গুলো ভাল কাজ, নেকীর কাজ এবং নৈকট্য লাভের কাজ। আর তার অন্য উক্তি " انه بدعة (তা বিদাআত) এটি হয়ত পূর্বর্তী কথার বিপরীত অথবা বলা যায় এটা বিদআতে হাসানা যার আলোচনা কিতাবের প্রারম্ভে হয়েছে অথবা বলা যায় এটা ভাল কাজ আর মিলাদের নিয়ত করায় বিদআত। আর তার উক্তি (و لم ينقل..) এর উত্তরে বলা যায় এক্ষেত্রে কেবল মওলুদ এর নিয়ত করা মাকরুহ। কিন্তু খাদ্য খাওয়ানো, বন্ধু বান্ধবদের দাওয়াত করা তো মাকরুহ নহে। এখানে যদি ভাল ভাবে চিন্তা করা হয় তবে পুর্ব কথার সাথে মিলিত হয়না। কারণ, এখানে বেশী বেশী ভাল কাজ করতে বা আরো যা বলা হয়েছে সে গুলো করতে উৎসাহিত করা হয়েছে আল্লাহর শোকরিয়া স্বরূপ। কারণ এই মহান মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবির্ভাব হয়েছে। আর মওলুদ এর নিয়তের অর্থ এটাই। তাই এসব কাজে অনুপ্রণিত করার পর এটা কিভাবে নিন্দনীয় কাজ হল। আর এ মাসে মওলুদ শরীফের নিয়ত ছাড়া ভাল কাজের কল্পনা ও করা যায়না। আর মওলুদ শরীফের নিয়ত ছাড়া যদি এসব কাজ হয় তবে তা ইবাদত বলে গণ্য হবেনা এবং এতে কোন ছওয়াবও হবেনা। কারণ নিয়ত ছাড়া কোন আমল হয়না। আর এ ক্ষেত্রে নিয়ত থাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মের শোকরিয়া আর এটাই মওলুদ শরীফের নিয়তের অর্থ। আর এটা ভাল নিয়ত এতে কোন সন্দেহ নেই। সূতরাং ভাবুন।

ثم قال ابن الحجاج: ومنهم من يفعل المولد لا لمجرد التعظيم ولكن له فضة عند الناس متفرقة كان قد أعطاها في بعض الأفراح و المواسم ويريد يستردها ويستحي أن يطلبها بذاته فيعمل المولد حتى يكون ذلك سببا لأحذ ما اجتمع له عند الناس، وهذا فيه وجوه من المفاسد : منها أنه يتصف يصفة وباطنه أنه يجمع به فضة، ومنهم من يعمل المولد لأجل جمع الدراهم أوطلب ثناء الناس عليه ومساعدتهم له وهذا ايضا فيه من المفاسد ما لا يخفى انتهى، وهذا أيضا من نمط ما تقدم ذكره وهو أن الذم فيه إنما حصل من عدم لنية الصالحة لا من أصل عمل المولد

তারপর ইবনুল হাজ বলেন কেহ কেহ মওলুদ শরীফের উপর আমল করে ইহকালীন কনো সার্থের জন্য যেমন-সোনা রোপা, টাকা-পয়সা, ইজ্জত সম্মান, সাহায্য সহযোগিতা ইত্যাদির জন্য এটি নিঃসন্দেহে বাতিল কাজ। আর এটা বাতিল এ জন্য যে, এতে নিয়ত শুদ্ধ নহে।

وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه: أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصاح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا، قال: وقد ظهر لي تخر يجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن

نصومه شكرا الله تعالى، فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة، والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة، وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم، وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء، ومن لم يلا حظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر ، بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه، فهذا ما يتعلق بأصل عمله۔

শায়খুল ইসলাম হাফিজুল আছর আবুল ফজল আহমদ বিন হাজরকে মওলুদ শরীফের আমল ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেন মওলুদ শরীফের আমল মুলতঃ বিদআত। কারণ সলফে সালেহীন বা তিন যুগের কোন যুগে তার প্রচলন নেই। কিন্তু এতে কিছু ভাল ও মন্দ কাজের মিশ্রণ আছে। সূতরাং যদি মন্দ ছেড়ে ভাল এর উপর আমল করা হয় তবে এটা বিদআতে হাসানা হবে। নতুবা হাসানা হবেনা।

তিনি বলেন- আমার মতে অনুষ্টানের আমল বা মুল আছে বা বুখারী/মুসলিম শরীফে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় তাশরীফ নিলেন তখন দেখতে পেলেন ইয়াহুদীরা আশুরার দিন রোজা রাখছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কেন রোজা রাখছ? তারা উত্তরে বলল ঐ দিন আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনকে ডুবিয়ে ছিলেন এবং হযরত মুসা (আঃ) কে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাই আমরা এর শোকরিয়া স্বরূপ রোজা রাখি । আর এ থেকে আল্লাহর শোকরিয়া সরূপ ২ দিন রোজা রাখার প্রচলন করেছিলেন। আর এটা প্রতি বৎসর করতেন। আর আল্লাহর শোকরিয়া আদায় বিভিন্ন ভাবে হয়, যেমন- সিজদা করে, রোজা, ছদকা বা তিলাওয়াত দ্বারা। সূতরাং বলা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবির্ভাব একটা বড় নেয়ামত এর চেয়ে বড় কোন নেয়ামত পৃথিবীতে নেই। সূতরাং বলা যায় উচিৎ হল একটি নির্দিষ্ট দিন বের করা যেখানে আশুরার মত হয়। আর এটাকে একটি আসল বলা যায়।

وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة، وأما ما يتبع ذلك من اسماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحاً بحيث يقتضي السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به، وما كان حراماً أو مكروهاً فيمنع، وكذا ما كان خلاف الأولى انتهى-

আর ঐ দিন যা করা হয় উচিত হল এমন হতে হবে যাতে আল্লাহর শোকরিয়া বুঝা যায়। যেমন- তেলাওয়াত, খাদ্য খাওয়ানো , ছদকা করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসা বোধক কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি করতে হবে তখন মন আখেরাতের প্রতি উৎসাহিত হয়। তবে এক্ষেত্রে অনর্থক কিছু বা হারাম কোন কাজ যোগ করা যাবেনা। মোট কথা এক্ষেত্রে ভাল কাজ করা, ভাল মন্দ কাজ করা মন্দ।

قلت: وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولا دته والعقيقة لاتعاد مرة ثانية، فيجعل ذلك على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين وتشريع لأمته كما كان يصلي على نفسه لذلك فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده بالا جتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات،

www.AmarIslam.com

আমি বলি, এর অন্য একটি আসল রয়েছে। আর সেটি হচ্ছে বায়হাকী আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্তির পর তার আক্বিক্বা করেছেন। অথচ বর্ণিত আছে তাঁর জন্মের ৭ম দিবসে তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর আক্বিক্বা করেছেন। আর আক্বীক্বা তো দুই বার হয়না এটাই নিয়ম। সূতরাং আমরা এর উত্তরে বলব, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা তাঁর জন্মের শোকরিয়া স্বরূপ করেছেন, উম্মতের জন্য বিধান হিসেবে করেছেন। যেমন করতেন নিজের উপর দুরুদ পাঠ করে। সূতরাং আমাদের জন্য তাঁর জন্মের শোকরিয়া আদায় করা মুস্তাহাব। সমবেত হয়ে হউক, খাদ্য খাওয়ানো হউক, বা যে কোন কাজ হোক যার নৈকট্য লাভ করা যায় এবং আনন্দ প্রকাশ করা যায়।

ثم رأيت إمام القراء الحافظ شمس الدين بن الجزري قال في كتابه المسمى عرف التعريف بالمرلد الشريف ما نصه: قد رؤي أبو لهب بعد موته في النوم فقيل له ما حالك؟ فقال: في النار إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين وأمص من بين أصبعي ماء بقدر هذا- وأشار لرأس أصبعه- وإن ذلك بإعناقي لثويبة عندما بشرتني بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبارضاعها له، فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ به فما حال المسلم الموحد من أمه النبي صلى الله عليه وسلم يسر بمولده ويبذل ما تصل أليه قدرته في محبته صلى الله عليه وسلم؟ لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم-

ইমামুল কুররা আল হাফিজ শামছ উদ্দিন বিন আল জাজারী তার কিতাব " উরফুত তারীফ বিল মাওলিদিশ শারীফ" গ্রন্থে বলেছেন- আবু

লাহাবকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখা হল।তাকে জিজ্ঞাসা করা হল তোমার খবর কি?সে বলল আমি দোজখে জ্বলিতেছি কিন্তু প্রতি সোমবার রাতে আমার আঙ্গুলের ফাঁক চুষে তৃপ্তি লাভ। এর কারণ হচ্ছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের খবর দেওয়ায় ছুওয়াইবাকে আজাদ করার কারণে।

আমি বলব, আবু লাহাব একজন বড় কাফির। যার ব্যাপারে কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছে তার নিন্দা জ্ঞাপন করে। সে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের খবর শোনে খুশি হওয়ায় প্রতি সোমাবার একটু তৃপ্তি লাভ করে তবে আমরা উম্মত হয়ে তাঁর জন্মের শোকরিয়া কেন উপকৃত হবনা ?

وقال الحافظ شمس الدين ناصر الدين الدمشقي في كتابه المسمى

مورد الصادي في مولد الهادي : قد صح أن أبا لهب يخفف عنه

عذاب النار في مثل يوم الاثنين لإعتاقه ثويباة سرورا بميلاد النبي

صلى الله عليه وسلم ثم أنشد:

হাফিজ শামছ উদ্দিন বিন নাসির উদ্দিন আদ্‌দামাশ্‌কি তার কিতাব মাওরিদুশ শাদী ফী মাওলিদিল হাদী" গ্রন্থে বলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মের সুসংবাদ শোনে খুশী হয়ে ছুওয়াইবিয়াকে আযাদ করে দেওয়ায় আবু লাহাবের আজাব যদি হালকা হয় প্রতি সোমবারে (আর একথা শুদ্ধ) তবে আমরা কেন উপকৃত হবনা? অত:পর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করেন- এই সেই কাফির যার নিন্দায় আয়াত নাযিল হয়েছে, স্থায়ী ভাবে সে দোজখে জ্বলছে।

إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا

أتى أنه في يوم الثنين دائماً يخفف عنه للسرور بأحمدا

فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا

প্রতি সোমবারে তার আজাব হালকা হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের খুশীর কারণে সূতরাং যে উম্মত তাঁর সমস্ত জীবন

তাঁর জন্মে খুশী হয়েছে এবং এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাঁর সম্বন্ধে কি ধারণা করা যায় ?

قال الكمال الأدفوي في الطالع السعيد: حكى لنا صاحبنا العدل نصر الدين محمود بن العماد أن أبا الطيب محمد بن إبراهيم السبتي المالكي نزيل قوص أحد العلماء العاملين كان يجوز بالمكتب في اليوم الذي فيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا فقيه هذا يوم سرور اصرف الصبيان فيصرفنا، وهذا منه دليل على تقريره وعدم إنكاره، وهذا الرجل كان فقيهاً مالكياً متفنناً في علوم متورعاً أخذ عنه أبو حيان وغيره ومات سنة خمس وتسعين وستمائة-

কামাল আদফায়ী "আত্তালিউস্ সাইদ" এর মধ্যে বলেন নাসির উদ্দিন মাহমুদ বিন ইব্রাহীম আমাদেরকে বর্ণনা করেন যে, আবুত্ তাইয়িব মুহাম্মদ বিন সাবতি আল মালিকী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের রাত্রে জনৈক আলেমকে বলেন- হে ফকীহ! ছোটদের জন্য কিছু খরছ করেন, তখন তিনি এটা করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি এটা অনুমোদন করেছেন, খোদাভীরু ও বিভিন্ন বিষয়ে পন্ডিত্ত ছিলেন। আবু হাইয়ান ও অন্যান্যরা তার কাছ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি মৃত্যু হন ৬৯৫ সনে।

فائدة: قال ابن الحاج: فإن قيل ما الحكمة في كونه عليه الصلاة والسلام خص مولده الكريم بشهر ربيع الأول ويوم الثنين ولم يكن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفيه ليلة القدر ولا في الأشهر الحرم ولا في ليلة النصف من شعبانولا في يوم الجمعة وليلتها؟ فالجواب من أربعة أوجه: الأول ما ورد في الحديث من أن الله خلق الشجر يوم الاثنين وفي ذلك تنبيه عظيم وهو أن خلق

الاقوات الأرزاق والفواكه والخيرات التي يمتد به بنو آدم ويحيون وتطيب بها نفوسهم. الثاني : أن في لفظة ربيع إشارة وتفؤلاً حسناً بالنسبة إلى اشتقاقه وقد قال أبو عبد الرحمن الصقلي: لكل إنسان من اسمه نصيب. الثالث : أن فصل الربع اعدل الفصول وأحسنها وشريعة اعدل الشرائع واسمحها. الرابع: أن الحكيم سبحانه اراد أن يشرف به الزمان الذي ولد فيه فلو ولد في الأوقات المتقدم ذكرها لكان قد يتوهم أنه ستشرف اها. تم الكتاب ولله الحمد والمنة.

ফায়দা ঃ ইবনুল হাজ্ব বলেন- যদি প্রশ্ন করা হয়, একথার যৌতিকতা কি যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম হয় রবিউল আউয়াল মাসে এবং সোমবারে, কেন কোরআন নাযিলের মাস রমদ্বানে হয়নি? লাইলাতুল কদরে হয়নি? আশহুরুল হারামে হয়নি? নিসফে শাবানে হয়নি? শুক্রবারে হয়নি? এর উত্তর চার ভাবে দেওয়া যায়।

১। হাদীসে আছে যে, আল্লাহ বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেন সোমবারে আর এর কারণ হচ্ছে- এর সাথে মানুষ ও পশু পাখির খাদ্য তথা রিজিক জড়িত যার উপর ভিত্তি করে মানুষ বাঁচে এবং এটাকে পছন্দ করে।

২। 'রবি' (বসন্ত) এই কাজের একটি সুন্দর অর্থ ও সম্পর্ক আছে। আবু আব্দুল্লাহ ছাকলী বলেন- প্রত্যেক মানুষের নামের অর্থ তাঁর ভাগ্যে আছে। অর্থাৎ নাম দ্বারা যে প্রভাবিত হয়।

৩। রবি বা বসন্ত ঋতু মধ্যম ঋতু অর্থাৎ এতে আবহাওয়া গরম ও নহে ঠান্ডা ও নহে। আর ঋতুটি খুবই সুন্দর। এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্দর শরীয়তের দিকে ইংগিত বাহক।

৪। আল্লাহ তায়ালা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের মাধ্যমে বিশেষ মাস ও দিনকে সম্মানিত করেছেন। যদি রমদ্বান মাস বা অন্য কোন সম্মনিত সময়ে তাঁর জন্ম হত তবে একথা বুঝা যেত যে তিনি ঐ মাসের কারণে সম্মানিত হয়েছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى وقع السؤال- قد اشتهر أن النبى صلى الله عليه وسلم حي فى قبره ووردانه صلى الله عليه وسلم قال : ما من احد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه وسلام" فظاهره مفارقة الروح-(له) في بعض الأوقات فكيف الجمع؟ وهو سؤال حسن يحتاج إلى النظر والتأمل.

বিছমিল্লাহির রাহমনির রাহিম

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার এবং সালাম আল্লাহর নির্বাচিত বান্দাদের উপর। একটি প্রশ্ন: একথা বিখ্যাত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কবরে জীবিত আছেন। অথচ বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেহ যদি আমার উপর (কবরে) সালাম প্রদান করে তবে আল্লাহ তায়ালা আমার রূহ ফিরাইয়া দেন, তখন আমি তাদের সালামের জবাব দেই। উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় কখনও কখনও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রূহ আলাদা হয়। তাই প্রশ্ন আসে আমাদের প্রথম বক্তব্যের সাথে হাদীসের মিল কিভাবে হবে? এটি একটি সুন্দর প্রশ্ন। যার সম্বন্ধে অনেক চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন।

فأقول حياة النبى صلى الله عليه وسلم في قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علما قطعيا لما قام عندنا من الأدلة في ذلك وتواترت (به) الأ خبار، وقد ألف البيهقى جزءا فى حياة الأنبياء في قبورهم، فمن الأخبار الدالة على ذلك ما أخرجه مسلم عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر بموسى عليه السلام وهو يصلى فى قبره، وأخرج ابو نعيم فى الحلية عن ابن عباس ان

النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبر بموسى عليه السلام وهو يصلى فيه، واخرج أبو يعلى فى مسنده، البيهقى في كتاب حياة الأنبياء عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون، وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن يوسف بن عطية قال سمعت ثابتا البنانى يقول الحميد الطويل: هل بلغك أن احدا يصلى فى قبره إلا الأنبياء؟ قال: لا، وأخرج أبو داود، البيهقى عن أوس بن أوس الثقفي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي الصلاة فيه فإن صلاتكم تعرض علي، قالوا : يارسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟- يعني بليت- فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء، وأخرج البيهقي في شعب الإيمان، والأسبهاني في الترغيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا بلغته،

আমি উত্তরে বলব, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সকল নবী কবরে জীবিত আছেন- একথা আমাদের নিকট ইলমে কেতয়ী (অকাট্য) দ্বারা জানা আছে। কারণ এ বিষয়ে আমাদের নিকট অনেক দলীল আছে 'যা মুতাওয়াতির' (ধারাবাহিক) হিসাবে প্রমাণিত। ইমাম বায়হাকী 'কবরে নবীগণ জীবিত আছেন" এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা লিখেছেন। এ বিষয়ে যে হাদীস গুলো আছে তা এখানে আমরা আলোচনা করছি।মুসলিম শরীফে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসরা বা মেরাজের রাতে হযরত মুসা (আঃ) এর কবরের পাশে যান এবং তাঁকে কবরে নামাজ রত অবস্থায় দেখতে পান।

হায়াতুল আম্বিয়া সম্বন্ধে আবু ইয়ালা তাঁর মসনদে এবং বায়হাকী তাঁর হায়াতুল আম্বিয়া কিতাবে উল্লেখ করেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন নবীগণ তাঁদের কবরে নামাজ রত অবস্থায় জীবিত আছেন। আবু নইম হুলিয়ার মধে ইউসুফ ইবনে আতিয়া হতে উল্লেখ করেন । তিনি বলেন আমি ছাবিতুল বানানিকে বলতে শোনেছি । তিনি হামিদ জবিলকে বলেন । তোমার কি জানা আছে নবীগন ছাড়া অন্য কেউ কি কবরে নামাজ পড়েন ? তিনি উত্তরে বলেন না। আবু দাউদ , বায়হাকী আউছ বিন আউসিস সাকাফি হতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শুক্রবার হচ্ছে সবচেয়ে মর্যাদাবান দিন, সূতরাং ঐ দিন তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দুরূদ পাঠ করবে, কারণ তোমাদের দুরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। সাহাবায়ে কেরাম বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে আপনার কাছে দুরূদ পেশ করা হবে অথচ আপনি চলে গেছেন। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আল্লাহ তায়ালা জমীনের উপর হারাম করেছেন নবীদের দেহ ভক্ষণ করতে। বায়হাকী ইমাম অধ্যায়ে এবং আছবাহানী তারগীবের মধ্যে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- যে আমার কবরে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার দুরুদ আমি শ্রবণ করি, আর যে প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রেরণ করে তা আমার কাছে পৌছানো হয়।

وأخرج البخاري في تاريخه عن عمار سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : إن لله تعالى ملكا أعطاه اسماع الخلائق قائم على قبري فما من احد يصلى علي صلاة إلا بلغتها، وأخرج البيهقي في حياة الأنبياء، والأصبهاني في الترغيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: من صلى ﷺ علي مائة في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الاخرة وثلاثين من حوائج الدنيا ثم وكل الله بذلك ملكا يدخله علي في قبري كما يدخل عليكم

الهدايا إن علمي بعد موتي كعلمي في الحياة، ولفظ البيهقي : يخبرني من صلى علي باسمه ونسبه فأسبته عندي في صحيفة بيضاء، وأخرج البيهقي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون بين يدي الله حتى ينفغ في الصور، وروى سفيان الثوري في الجامع قال : قال شيغ لنا عن سعيد بن المسيب قال: ما مكث نبي في قبره أكثر من أربعين حتى يرفع قال : البيهقى : فعلى هذا يصيرون كسائر الأحياء بكونون حيث ينزلهم الله، ثم قال البيهقي: ولحياة الأنبياء بعد موتهم شواهد فذكر قصة الإسراء في لقيه جماعة من الأنبياء وكلمهم وكلموه وأخرج حديث ابي هريرة في الإسراء وفيه وقد رأيتني في جما عة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فاذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة واذا عيسى ابن مريم قائم يصلي واذا ابرهيم قائم يصلي اشبه الناس به صاحبكم – يعني نفسه- فحانت اصلاة فأممتهم.

وأخرج حديث أن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، وقال هذا إنما يصح على أن الله ردعلى الأنبياء أرواحهم وهم أحياء عند ربهم كالشهداء، فإذا نفغ في الصور النفخة الأولى صعقوا فيمن صعق ثم لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار انتهى. وأخرج أبو يعلى عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : والذي نفسي بيده لينزلن عيسى ابن مريم ثم لئن

قام على قبري فقال يا محمد لأجيبنه. واخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن سعيد بن المسيب قال: لقد رأيتنى ليالي الحرة وما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وما يأتي وقت صلاة ألا سمعت الأذان من القبر.

ইমাম বুখারী তাঁর তারিখের মধ্যে আম্মার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। আম্মার বলেন আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি আল্লাহ তায়ালা আমার কবরে একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন যাকে সকলের কথা শ্রবণ করার শক্তি দিয়েছেন। তাই যে কেউ আমার উপর দুরূদ পাঠ করে তা আমাকে জানানো হয়। হায়াতুল আম্বিয়ার মধ্যে বায়হাকী এবং তারগীবের মধ্যে আসবাহানী আনাস (রাঃ) থেকে উল্লেখ করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন ও রাত আমার উপর এক বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তার এক শত প্রয়োজন সমাধান করে দেবেন। এর মধ্যে ৭০ টি পরকালে এবং ৩০টি ইহকালে। এর পর একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেন, যে ফেরেশতা এ গুলো নিয়ে আমার কবরে প্রবেশ করে যে ভাবে তোমাদের কাছে হাদিয়া আসে। আমার মৃত্যুর পর আমার 'ইলিম' এবং জীবিত অবস্থায় আমার ইলিম' সমান। আর এ বিষয়ে বায়হাকীর ভাষা হচ্ছে, যে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তার নাম ও বংশসহ আমার কাছে পৌছানো হয়। অত:পর তা আমি আমার কাছে একটি সাদা পুস্তিকায় যত্নসহকারে রাখি। ইমাম বায়হাকী আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। আনাস (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন নবীগণকে তাদের কবরে চল্লিশ রাত্রির পর ফেলে রাখা হয়না, বরং তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সামনে নামাজ পড়তে থাকেন। সুফিয়ান সুরী 'আল জামে' এর মধ্যে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন আমার অনেক উস্তাদ সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে বর্ণনা করেন- কোন নবী চল্লিশ দিনের বেশী কবরে অবস্থান করেন না তাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। ইমাম বায়হাকী বলেন- এই ভিত্তিতে তাঁরা অন্যান্য জীবিত গণের ন্যায় হয়ে থাকেন। আল্লাহ তাদেরকে যেখানে অবস্থান করান সেখানে তারা থাকেন।

অত:পর বায়হাকী বলেন- মৃত্যুর পর নবীগণের সাক্ষাত লাভ করেছিলেন এবং তিনি তাদের সাথে কথা বলেছিলেন এবং তাঁরা ও তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন। এবং ইসরা সংক্রান্ত আবু হুরায়রার হাদীস বর্ণনা করেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবীদের এক জামাতে হযরত মুসা (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কেও নামাজ রত অবস্থায় দেখেন। তখন নামজের সময় হয়ে গেলে তিনি ইমামতি করেন। আর তিনি সেই হাদীসটি উল্লেখ করেন, যে সকল মানুষ মৃত্যু বরণ করবে তখন আমিই প্রথম মৃত্যু বরণ করব। অর্থ্যাৎ কেয়ামতের পূর্বে যখন সিংগায় প্রথম ফুৎকার দেওয়া হবে তখন সকল মানুষ মৃত্যু বরণ করবে এর মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম মৃত্যু বরণ করবেন। আর এ কথা বলা তখনই শুদ্ধ হবে যখন বলা যাবে যে, নবী গণের মৃত্যুর পর তাদের রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তারা জীবিত আছেন তাদের রবের কাছে, যেমন শহীদগণ । তাই প্রথম বার যখন ফু দেওয়া হবে সবাই মৃত্যু বরণ করবে। আর তার পর কোন মৃত্যু থাকবেনা.......... শেষ পর্যন্ত। আর আবু ইয়ালা উল্লেখ করেন আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম কে বলতে শুনিয়াছি, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে আমি বলছি, ঈসা (আঃ) অবশ্যই পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। এবং তিনি যদি আমার কবরে গিয়ে বলেন 'ইয়া মুহাম্মদ' তা হলে আমি অবশ্যাই জবাব দেব। আবু নাঈম দালাইলুন নুবুওত এর মধ্যে উল্লেখ করেন সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে, সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন তিনি রাসূলের মসজিদে অবস্থান কালে কবর শরীফ থেকে প্রত্যেক ওয়াক্তের আজান ও ইকামত শোনেন।

وأخرج الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن سعد بن المسيب قال: لم أزل أسمع الأذان الإقامة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الحرة حتى عدا الناس، وأخرج ابن سعد في الطبقات عن سعيد بن المسيب أن كان يلازم المسجد أيام الحرة والناس يقتتلون قال: فكنت إذا حانت الصلاة أسمع أذانا يخرج من قبل القبر الشريف، وأخرج الدارمي في مسنده قال: أنبأنا مروان بن محمد عن

سعيد بن عبد العزيز قال: لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم معناه فهذه الأخبار دالة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء وقد قال تعالى في الشهداء : ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أموتا بل احياء عند ربهم يرزقون، (ال عمران: ١٦٩) والأنبياء أولى بذلك فهم أجل وأعظم وما نبي إلا وقد جمع مع النبوة وصف الشهادة فيدخلون في عموم لفظا الاية.

জুবাইর বিন বুকার সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে আখবারুল মদিনাতে উল্লেখ করেন যে, সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন- "আইয়ামুল হুর্‌রাতে " আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর থেকে সব সময় আজান ও ইকামত শুনতাম। ইবনে সাদ তবাকাতের মধ্যে সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আইয়ামুল হুররাতে' মসজিদেই থাকতেন এবং মানুষ যুদ্ধ করতে ছিল। আমি কবর শরীফ থেকে আযান শুনতাম যখনই নামাজের সময় হত। দারামী তার মসনদে উল্লেখ করেন- আমাদের খবর দিয়েছেন মারওয়ান বিন মোহাম্মদ সাইদ বিন আব্দুল আজিজ হতে। তিনি বলেন- "আইয়ামুল হুররাতে " মসজিদে নববীতে তিন দিন আযান হয় নাই এবং নামাজের জামাত ও হয় নাই কিন্তু সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব নামাজের সময় পরিচয় করতেন কবর শরীফ থেকে কিছু শব্দ শুনে। সূতরাং বলা যায়, এই সমস্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, আমাদের নবী ও সকল নবী কবরে জীবিত। আর আল্লাহ তায়ালা শহীদদের ব্যাপারে বলেছেন- "আল্লাহর রাস্তায় যারা নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করনা বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত এবং তাদেরকে রিজিকও দেওয়া হয়।(আল ইমরান১৬৯) আর নবীগণ শহীদগণ থেকে শ্রেষ্ট। আর সকল নবীই নবুয়তের সাথে শাহাদতের গুণ যোগ করেছেন সূতরাং তারাও আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

www.AmarIslam.com

واخرج احمد، وأبو يعلى، والطبرأني، الحاكم في المستدرك، والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن مسعهود قال: الأن احلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا احب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل وذلك أن الله اتخذه نبيا واتخذه شهيدا.واخرج البخاري، والبيهقي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي توفي فيه : لم ازل اجد الم الطعام الذي اكلت بخيبر فهذا اوان انقطع ابهري من ذلك السم، فثبت كونه صلى الله عليه وسلم حيا في قبره بنص القران اما من عموم اللفظ واما من مفهوم الموافقة، قال البيهقي في كتاب الا عتقاد: الانبياء بعد ما قبضوا ردت اليهم اروااليهم فهم احياء عند ربهم كالشهداء، وقال القرطبي في التذكرة في حديث الصعقة نقلا عن شيخه: الموت ليس بعدم محض وانما هو انتقال من حال الى حال، ويدل على ذلك ان الشداء بعد قتلهم وموتهم احياء يرزقون فرحين مستبشرين وهذه صفة الأحياء في الدينا، وإذا كان هذا في الشهدايء فالأنبياء أحق بذلك وأولى، وقد صح أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأنه صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء لليلة الأسراء في بيت المقدس وفي السماء وراى موسى قائما يصلي في قبره وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه يرد السلام على كل من يسلم عليه، إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وان كانوا موجودين احياء وذلك كالحال

في الملائكة فإنهم موجودون أحياء ولا يراهم أحد من نوعنا إلا من خصه الله بكر امته من أوليائة انتهى، وسئل البارزي عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حي بعد وفاته؟ فأجاب إنه صلى الله عليه وسلم حي.

আহমদ আবু ইয়ালা, তিবরানী এবং হাকিম তার মুসতাদরেকে উল্লেখ করেন, ইমাম বায়হাকী তার দালাইলুন নবুয়ত এর মধ্যে ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে মাসউদ বলেন, আমি নয় বার শপথ করে বলতে পারি যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু আমি একবারও শপথ করে বলতে পারিনা যে, তাঁকে হত্যা করা হয়নি। আর এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নবী হিসাবেও গ্রহণ করেছেন আবার শহীদ হিসাবেও গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারী ও বায়হাকী আয়শা (রাঃ) ওফাতের পূর্বের অসুস্থতার সময় বলতেন- আমি খয়বরে যে বিষ মিশ্রিত খাবার খেয়েছিলাম তার ব্যথা আমি সব সময় অনুভব করি। সুতরাং কোরান শরীফের উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কবরে জীবিত (শহীদ হিসাবে)। এটা হয়ত উমুমুল লফজ হিসাবে (ব্যাপক অর্থে) অথবা মফহুম বা আয়াতের সার কথা দ্বারা। বায়হাকী কিতাবুল ইতিকাদে বলেন- নবী গণের মৃত্যুর পর তাদের রূহ তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তাই তাঁরা তাদের রবের কাছে শহীদ গণের ন্যায় জীবিত। কুরতুবী আত তাযকিরাতে বলেন হাদীসে সা'কাতে তাঁর উস্তাদ থেকে, মৃত্যু মানে শেষ হওয়া নহে বরং এর অর্থ হচ্ছে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় চলে যাওয়া। এরই ভিত্তিতে প্রমাণিত যে, শহীদগণ হত্যা ও মৃত্যুর পর জীবিত। তাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়। তাঁরা আনন্দিত ও সুসংবাদিত। আর এ তিনটি গুণ ইহকালে জীবিতদের বেলায় প্রযোজ্য। এটি যখন শহীদদের বেলায় প্রযোজ্য তখন নবীগণ এর চেয়ে বেশী যোগ্য। আর শুদ্ধভাবে বর্ণিত আছে যে, নবীগণের দেহ মাটি ভক্ষণ করে না। তা ছাড়া আরো বর্ণিত আছে, মেরাজের রাতে নবীগণ বায়তুল মুকাদ্দাসে একত্রিত হয়েছিলেন এবং আসমানে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুসা (আঃ) কে দেখতে পান তাঁর কবরে

নামাজরত অবস্থায় আছেন। তিনি আরো বলেন যাদেরকে তিনি সালাম দিয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই সালামের জবাব দিয়েছিলেন। এ ছাড়া আরো অনেক দলীল রয়েছে যে গুলো দ্বারা ছয় ভাবে প্রমাণিত হয়, নবীগণের মৃত্যুর অর্থ তাঁরা আমাদের চোখের আড়াল হয়েছেন, তাঁরা যদিও জীবিত তবুও আমরা তাদের পাইনা। আর এটার তুলনা করা যায় ফেরেশতাদের সাথে যে, তারা জীবিত ভাবে আছেন, কিন্তু আমরা তাদের দেখি নাই।

অবশ্য আল্লাহর বিশেষ বান্দাগণ অর্থাৎ অলিগণ যদিও কারামত দ্বারা তাদেরকে দেখতে পান। বারুজীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নবী তার ওফাতের পর কি জীবত? উত্তরে তিনি বলেন জীবিত।

قال الأستاذ ابو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي الفقيه الأصولي شيخ الشافعية في اجوبة مسائل الجاجرميين قال: المتكلمون المحققون من أصحابنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته وانه يسر بطاعات أمته ويحزن بمعاصي العصاة منهم، وانه تبلغه صلاة من يصلي عليه من أمته وقال: إن الأنبياء لا يبلون ولا تأكل الأرض منهم شيئا، وقد مات موسى في زمانه وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ان راه في قبره مصليا، وذكر في حديث المعراج أنه راه في السماء الرابعة وأنه رأى ادم في السماء الدنيا ورأى إبراهيم وقال له مرحبا بالابن الصالح، النبي الصالح وإذا صح لنا هذا الأصل قلنا نبينا صلى الله عليه وسلم قد صار حيا بعد وفاته وهو على نبوته، هذا اخر كلام الأستاذ.

উস্তাদ আবু মনছুর আব্দুল কাহির বিন তাহির আল বাগদাদী যিনি শাফেয়ী মাজহাবের এক জন বড় আলেম।তিনি এ বিষয়ে কয়েকটি মাসআলার জবাব দিতে গিয়ে বলেন- আমাদের অনেক সত্যিকার দার্শনিকদের মতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাতের

পর জীবিত। তিনি তাঁর উম্মাতের ভাল কাজে খুশী হন এবং গোনাহের কাজে চিন্তিত হন। তাঁর উম্মতের মধ্যে কেহ দুরূদ পাঠ করলে তা তাঁর কাছে পৌছানো হয়। তিনি আরো বলেন নবীগণের দেহ গলে যায় না। আর মাটিও তাদের কোন কিছু ভক্ষণ করতে পারে না। হযরত মুসা (আঃ) তাঁর সময়ে মারা যান অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তিনি তাঁকে কবরে নামাজ রত অবস্থায় দেখেছেন। আর মে'রাজ সংক্রান্ত হাদীসে তিনি উল্লেখ করেন হযরত মুসাকে (আঃ) ৪র্থ আসমানে দেখেছেন, হযরত আদম (আঃ) কে প্রথম আকাশে দেখেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে সপ্তমাকাশে দেখেছেন। এবং তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আর যখন আমাদের এই মূলনীতি শুদ্ধ, তখন আমরা বলব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাতের পর জীবিত হয়ে গেছেন এবং তিনি তাঁর নবুয়তের উপর আছেন। একথা গুলো উল্লেখিত উস্তাদের শেষ কথা।

وقال الحافظ شيخ السنة أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد : الأنبياء عليهم السلام بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء، وقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جماعة منهم وأمهم في الصلاة وأخبر وخبره صدق أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه وأن الله حرم على الأرض أن تأكل اجساد الأنبياء قال: وقد أفردنا لأثبات حياتهم كتاب قال: وهو بعد ما قبض نبي الله ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا على سننه وامتنا على ملته واجمع بيننا وبينه في الدنيا والاخرة إنك على كل شي قدير، انتهى جواب البارزي-

হাফিজ শায়খুছ ছুন্নাহ আবু বকর আল বায়হাকী তার কিতাবুল ই'তিকাদে " উল্লেখ করেন- নবীগণের মৃত্যুর পর তাদের রূহ তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তারা তাদের রবের নিকট শহীদ গণের মত জীবিত।

www.AmarIslam.com

আর আমাদের নবী তাদের এক জামাতকে দেখেছেন এবং নামাজের ইমামতি করেছেন। তিনি আমাদেরকে সত্য খবর দিয়েছেন যে, আমাদের সালাত (দুরূদ) তাঁর উপর পেশ করা হয়। অর্থাৎ তিনি তা শুনতে পান এবং সালাম তাঁর কাছে পৌছে দেওয়া হয়। আর নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা নবীগণের দেহ ভক্ষণ করা জমীনের উপর হারাম করেছেন। তিনি পৃথক ভাবে আমাদের জন্য নবীগণের হায়াত (জীবন) প্রমাণ করতে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। এখানে তিনি বলেন নবী, রাসুল, সুফী ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উঠিয়ে নেওয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করতেন- হে আল্লাহ আমাদেরকে তার সুন্নার উপর জীবিত রাখ তার মিল্লাতের উপর মৃত্যু দিও। এবং তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে একত্র করে দিন। নিশ্চয় আপনি সর্বশক্তি মান।

وقل الشيخ عفيف الدين اليافعي: الأولياء ترد عليهم احوال يشاهدون فيها ملكوت السموات والأرض وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات كما نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى موسى عليه السلام في قبره، قال : وقد تقررأن ما جازللانبياء معجزة جاز للاولياء كرامة بشرط عدم التحدي، قال: ولاينكر ذلك إلا جاهل، ونصوص العلماء في حياة الأنبياء كثيرة فلنكتف بهذا القدر.

শায়খ আফিফুদ্দিন আল ইয়াফিয়া বলেন- ওলীগণকে এমন অবস্থায় নেওয়া হয় তখন তারা আসমান জমীনের সবকিছু অবলোকন করতে পারেন এবং তারা নবীগণকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পান, মৃত ভাবে দেখেন না। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুসা (আঃ) কে তাঁর কবরে দেখতে পান। তিনি বলেন একথা স্বীকৃত যে, যে সব বিষয় নবীগণের জন্য মুজেজা হিসাবে জায়েজ সে সব বিষয়ে ওলিগণের জন্য কারামত হিসাবে জায়েজ। অবশ্য ওলীগণ এ বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন না। আর এই সব স্বীকৃত বিষয় অজ্ঞ বা জাহিল ছাড়া কেহ অস্বীকার করতে পারবেনা। আর নবীগণ যে জীবিত এ বিষয়ে আলেমগণের আরো অনেক বক্তব্য আছে। সূতরাং বিষয়টি এই ভাবে দেখা উচিত।

فصل: وأما الحديث الاخر فأخرجه احمد في مسنده، وأبو داود في سننه. والبيهقي في شعب الأيمان من طريق أبي عبد الرحمن المقري عن حيوة بن شريح عن أبي صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم على إلا رداالله ألي روحي حتى أرد عليه السلام، ولا شك أن ظاهر هذا الحديث مفارقة الروح لبدنه الشريف في بعض الأوقات وهو مخالف للاحاديث السابقة وقد تاملته ففتح علي في الجواب عنه بأوجه: الأول : - وهو اضعفها- أن يدعي أن الراوي وهم في لفظة من الحديث حصل بسببها الأشكال وقد ادعى ذلك العلماء في أحاديث كثيرة ولكن ألأصل خلاف ذلك فلا يعول على هذه الدعوى. الثاني : وهو أقواها ولا يدركه ألا ذوباع في العربية أن قوله رداالله جملة حالية وقاعدة العربية أن جملة الحال إذا وقعت فعلا ماضياقدرت فيها قد كقوله تعالى : (أو جاء وكم حصرت صدورهم)[النساء : ٩٥] أي قد حصرت وكذا تقدر هنا ولاجملة ماضية سابقة على السلام الواقع من كل أحد وحتى ليست للتعليل بل مجرد حرف عطف بمعنى الواو فصار تقدير الحديث ما من احد يسلم علي إلا قد رد الله علي روحي قبل ذلك فأرد عليه، وإنما جاء الإشكال من ظن أن جملة رد الله علي بمعنى الحال أو الا ستقبال وظن أن حتى تعليلية وليس كذلك، وبهذا الذي قررناه ارتفع الأشكال من أصله وأيده من حيث ال معنى أن الرد ولو أخذ بمعنى الحال

والا ستقبال لزم تكرره عند تكرر المسلمين، وتكرر الرد يستلزم تكرار خروج الروح منه أو نوع ما من مخالفة التكريم إن لم يكن تأليم، والأخر مخالفة سائر الناس الشهداء وغيرهم فإنه لم يثبت لأحد منهم أن يتكرر له مفارقة الروح وعودها في البرزخ والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاستمرار الذي هو أعلى رتبة، ومحذور ثالث وهو مخالفة القران فإنه دل على أنه ليس إلا موتتان وحياتان وهذا التكرار يستلزم موتات كثيرة وهو باطل، ومحذور رابع وهو مخالفة الأحاديث المتواترة السابقة وما خالف القران والمتواتر من السنة وجب تأويله وإن لم يقبل التأويل كان باطلا فالهذا وجب حمل الحديث على ما ذكرناه، الوجه الثاني : أن يقال إن لفظ الرد قد لا يدل على المفارقة بل كنى به عن مطلق الصيرورة كما قيل في قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام : قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم (الأعراف: ৮৯) أن لفظ العود أريد به مطلق الصيرورة لا العود بعد انتقال لأن شعيبا عليه اسلام لم يكن في ملتهم قط، وحسن استعمال هذا اللفظ في هذا الحديث مراعاة المناسبة اللفظية بينه وبين قوله حتى أرد عليه السلام فجاء لفظ الرد في صدر الحديث لمناسبة ذكره في أخر الحديث.

কিন্তু অপর হাদীস যেটি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

ما من احد يسلم على الا رد الله الى روحى حتى ارد عليه السلام

যার সরল অনুবাদ "কেহ আমাকে সালাম দিলে আল্লাহ আমার রূহ আমাকে ফিরাইয়া দেন এবং আমি ঐ ব্যক্তির সালামের জবাব দেই।" হাদীসটি এভাবে তরজমা করলে নি:সন্দেহে বুঝা যায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বদন মোবারক থেকে রূহ পৃথক হয় কোন কোন সময়। আর এভাবে অনুবাদ করা গেলে আমাদের উল্লেখিত হাদীস গুলোর সাথে অমিল থেকে যায়। আমি এই বিষয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছি এবং বিভিন্ন ভাবে উত্তর খোজেছি। যে গুলো নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

প্রথম:- এই উত্তরটি দুর্বল। দাবী করা যায়, বর্ণনা কারীরা হাদীসের শব্দের মধ্যে অস্পষ্টতা বা অসামঞ্জস্যতার কারণে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর ঐ ধরনের আলেমরা আরো অনেক জায়গায় এভাবে করে থাকেন। কিন্তু আসল বা মূল বক্তব্য বাস্তবে এরূপ না হওয়ায় এই দাবি গৃহিত নয়।

দ্বিতীয় :- এটি শক্তিশালী, কিন্তু আরবী ভাষার পন্ডিত ছাড়া এটা অনুধাবন করা কাঠিন।অর্থাৎ সালাম প্রদানের পূর্ব থেকে সব সময় আমার রূহ আমার দেহে আছে। যার দ্বারা আমি সালামের জবাব দেই। বলা যায় 'رد الله' উক্তিটি جملة حالية আর আরবি ব্যাকরণের নিয়ম হচ্ছে - جملة الحال যখন فعل ماضى হবে তখন তার পূর্বে একটি قد ধরে নিতে হয়। যেমন- আল্লাহর বাণী (নিছা আয়াত ৯০) اوجاء وكم حصرت صدوركم এখানে حصرت এর পূর্বে "قد" শব্দ ধরা হয়। অনুরূপ ভাবে আমরা "ر د الله" এর পূর্বে قد মেনে নেই। আর سلام এর পূর্বের বাক্যটি ماضى নয়, আর حتى تعليل অর্থে নহে বরং واؤ অর্থে হরফে عطف তাই হাদীসটির মূলরূপ দাড়ায়-

ما من احد يسلم على الا قد رد الله على روحى قبل ذالك فاردعليه-

অর্থাৎ কোন মুসলমান আমার উপর সালাম করার পূর্বে আল্লাহ তায়ালা আমার রূহ ফিরাইয়া দিয়াছেন, যার দ্বারা আমি সালামের জবাব দেই। হাদীসের মধ্যে اشكال তখনই আসে যখন "ردالله" বাক্যকে حال বা استقبال (বর্তমান বা ভবিষ্যৎ) অর্থে ধারণা করা হয় এবং حتى কে تعليل অর্থে ধরা হয়। কিন্তু বিষয়টি এভাবে হতে পারেনা। আমরা যেভাবে বিশ্লেষণ করেছি সেভাবে বিশ্লেষণ করলে কোন اشكال থাকেনা। আমাদের আলোচনার স্বপক্ষে আরো বলা যায় "رد" কে حال বা استقبال এর অর্থে নেওয়া হলে বলা যায় যখনই "সালাম" দেওয়া হয় তখনই রূহকে ফিরাইয়া

দেওয়া হয়। আর জবাব শেষে রূহ ফিরাইয়া নেওয়া হয়। আর বিষয়টি এধরণের হলে দু'টি অসুবিধার সৃষ্টি হয়-

(১)এভাবে রূহ বারবার আসা যাওয়া করলে দেহ মোবারকের কষ্ঠ হবে। আর যদি ধরে নেওয়া হয় দেহের কোন কষ্ঠ হবেনা তখন আমরা বলব দেহের অপমান হবে।

(২) শহীদগণ জীবিত। তাদের রূহকে আনা নেওয়া হয়না। রূহ সব সময় দেহে থাকে। অথচ আমাদের নবী তাদের চেয়ে অনেক সম্মানিত হওয়া সত্বেও তার বেলায় এরূপ হবে কেন?

তা ছাড়া তৃতীয় আরো একটি আপত্তি এসে যায় যে, এটা কোরআনের বিপরীত। কারণ কোরান শরীফ দ্বারা ছাবিত মউত বা মরণ দুইটি (একটি স্বাভাবিক মৃত্যু অপরটি সিংগায় ফুকার সময়ের মৃত্যু) অনুরূপ জীবন ও দু টি। এখানে যদি বলা যায় নবীর রূহ আনা নেওয়া হয় তবে নবীর বেলায় কথাটি মরণ দাড়ায়? উত্তর অনেক অনেকটি। আর এটি বাতিল।

চতুর্থ আরো একটি আপত্তি এসে যায়, আর তা হচ্ছে পূর্বে উল্লেখিত হাদীস মুতাওয়াতির এর খেলাপ। আর নিয়ম হল যা কোরান ও হাদীসে মুতাওয়াতির এর বিপরীত হয় সে ক্ষেত্রে তাবিল বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। আর যদি কোন তাবিল বা সমাধান না হয় তবে এ হাদীসটি বাতিল হয়ে যায়। সূতরাং কোরান শরীফ ও হাদীস মুতাওয়াতির এর সাথে সামঞ্জস্য রাখতে আমরা যে ব্যাখা করেছি সেটাই সঠিক এবং হাদীসটি এই অর্থে নেওয়া ওয়াজিব। (উল্লেখ যে, হাদীসটির সঠিক অর্থ বের করতে এ যাবত যা আলোচনা করা হল তা ১ম উত্তর)।

২য় উত্তর:- বলা যায় এখানে "الرد " শব্দের অর্থ مفارقة বা পৃথিকী করণ নহে বরং এখানে রূপক অর্থে مطق صيرورة (অর্থাৎ হয়ে যাওয়া) যেমন: আল্লাহর বাণী -قد افترينا على الله كذ با ان عدنا فى ملتكم সুরা আরাফ।

এখানে "عود " শব্দ مطلق صيرورة অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ حتى اردعليه এর সাথে মিল করার জন্য বলা হয়েছে رد الله -

الوجه الثالث : وهو قوي جدا – انه ليس المراد برد الروح

عودها بعد المفارقة للبدن وإنما النبي صلى الله عليه وسلم في

البرزخ مشغول بأحوال الملكوت مستغوق في مشاهدة ربه كما كان

في الدنيا في حالة الوحي وفي اوقات أخر، فعبر عن إفاقته من تلك المشاهدة وذلك الاستغراق برد الروح ونظير هذا قول العلماء في اللفظة التي وقعت في بعض أحاديث الأسراء وهي قوله : فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام – ليس المراد الاستيقاظ من نوم فأن الأسراء لم يكن مناما وإنما المراد الإفاقة مما خامره من عجئب الملكوت – وهذا الجواب الان عندي أقوى ما يجاب به عن لفظة الرد – وقد كنت رجحت الثني ثم قوي عندى هذا

৩য় উত্তর :- আর এটি বেশী প্রবল বা শুদ্ধ। ردالروح দ্বারা অর্থাৎ রূহ ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ রূহ শরীর থেকে পৃথক বা শরীরে ফেরৎ দেওয়া অর্থ নহে। বরং এখানে অর্থ হচ্ছে এ দিকে অর্থাৎ সালাম কারীর দিকে মনোনিবেশ করা। কারণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলমে বরজকের অন্যান্য বিষয় অবলোকনে সদা ব্যস্ত আছেন। যেমন অহী নাযিল হওয়ার সময় তিনি ইহাকালে অহীর প্রতি ব্যস্ত থাকতেন। সূতরাং এখানে ادالروح দ্বারা অর্থ লওয়া যায় আলমে বরযকের গভীর মনোনিবেশ থেকে ফিরে আসা। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে বলা যায় মেরাজ সংক্রান্ত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন فاستيقظت وانا بالمسجد الحرام অর্থাৎ আমি সজাগ হয়ে দেখলাম আমি মসজিদে হারামে। এখানে استيقاظ (সজাগ) হওয়া অর্থে নহে, কারণ মে'রাজ তো আর ঘুমের মধ্যে হয়নি। সূতরাং সে খানে استيقاظ অর্থ মনোনিবেশ করা। আমার মনে হয় এই অর্থটিই সবচেয়ে সঠিক।

والجه الرابع : أن يقال : أن الرد يستلزم الاستمرار لأ الزمان لا يخلو من مصل عليه أقطار الأرض فلا يخلو من كون الروح في بدنه : الخامس : قد يقال إنه أوحي إليه بهذا الأمر أولا قبل أن يوحى إليه بأنه يزال حيا في قبره فأخبر به ثم أوحي أليه بعد ذلك، فلا

www.AmarIslam.com

منافاة لتأخير الخبر الثاني عن الخبر الأول – هذا ما فتح الله به من الأجوبة ولم ارشيئا منها منقولا لأحد – ثم بعد كتابتي لذلك راجعت كتاب الفجر المنير فيما فضل به البشير النذير- للشيخ تاج الدين بن الفكهالي المالكي – فوجدته قال فيه ما نصه : روينا في الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام) يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حي على الدوام وذلك أنه محال عادة أن يخلو الوجود كله من ولحد مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في ليل أو نهار فإن قلت: قوله عليه السلام: (ألا رد الله إلي روحي) لا يلتئم مع كونه حيأ على الدوام بل يلزم منع أن تتعدد حياته ووفاته في أقل من ساعة إذالوجود لا يخلو من مسلم يسلم عليه كما تقدم بل يتعدد السلام عليه في الساعة الواحدة كثيرا. فالجواب والله أعلم أن يقال: المراد بالروح هنا النطق مجزا فكأنه قال عليه السلام إلا رد الله إلى نطقي وهو حي على الدوام، لكن لا يلزم من حياته نطقه فالله سبحانه يرد عليه النطق عند سلام كل مسلم، وعلاقة المجاز أن النطق من لازمع وجود الروح، كما أن الروح مز لازمه وجود النطق بالفعل أو القوة، فعبر عليه السلام بأحد المتلازمين عن الآخر، ومما يحقق ذلك أن عود الروح لا يكون إلا مرتين عملا بقرله تعالى: (قالوا ربنا أمتنا اشنتين وأحييتنا اثنتين) (غافر: ١١)

৪র্থ উত্তর :- বলা যায় এখানে "رد " চলমান অর্থে। কারণ এমন কোন মুহূর্ত নেই যে মুহূর্তে সালাম প্রদান করা হচ্ছে না। অর্থাৎ সব সময় সালাম প্রদান করা হচ্ছে এবং সব সময় রূহ দেহে আছে। অতএব তিনি (সাঃ) জীবিত।

৫ম উত্তর :- বলা যেতে পারে এই হাদীসটি যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তখন তার জানা ছিল না যে, তিনি কবরে জীবিত থাকবেনা। পরে তিনি এই বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন। আর আমি এই উত্তরটি উত্তর দেওয়ার স্বার্থে বলে ফেললাম, অথচ এই মতের সপক্ষে কোন কিছু নেই। অত:পর আমি كتاب الفجر المنير এর প্রতি দৃষ্টি দেই। আমি সে খানে পাই তিরমিজি শরীফের রেফারেনসে যে, ঐ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থায়ী ভাবে জীবিত আছেন। কারণ দিন এমন কোন মূহূর্ত নেই যে মুহূর্তে সালাম প্রদান করা হচ্ছেনা । তাই রূহ দেহ থেকে পৃথক হওয়ার সময় কোথায় এখানে অন্য ভাবে জবাব দেওয়া যায় যে, روح দ্বারা উদ্দেশ্য نطق (বাকশক্তি) অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় জীবিত আছেন কিন্তু যখন সালাম প্রদান করা হয় তখন বাক শক্তি ফিরাইয়া দেওয়া হয়। আর বাক শক্তির সাথে রূহের সর্ম্পক আছে। তাই বলা হয়েছে রূহ ফিরাইয়া দেওয়া হয়। আর রূহ সর্ম্পকে সত:সিদ্ধ কথা হল এটাকে দুইবার ফিরাইয়া দেওয়া হয়। যেমন কোরান শরীফে আছে। (قالوا ربنا أمتنا اشنتين وأحييتنا اثنتين)

هذا لفظ كلام الشيخ تاج الدين، وهذا الذي ذكره من الجواب ليس واحداً من الستة التي ذكرتها فهو إن سلم- جواب سابع- وعندي فيه وقفة من حيث إن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه حياً في البرزخ يمنع عنه النطق في بعض الأوقات ويرد عليه عند سلام المسلم عليه وهذا بعيد جداً بل ممنوع، فإن العقل والنقل يشهدان بخلافه،أما النقل فالأخبار الواردة عن حاله صلىّ الله عليه وسلم وحال الأنبياء عليهم السلام في البرزخ مصرحة بأنهم ينطقون

كيف شاووا لا بمنعو من شيء بل وسائر المومنين كذالك الشهداء وغيرهم ينطقون في البرزخ بما ساؤوا غير ممنوعين من شيء، ولميردأن أحداً يمنع من النطق في البرزخ إلا من مات عن غير وصية أخرج أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الوصاياعن قيس بن قبيصة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى، قيل: يا رسول الله وهل تتكلم الموتى؟ قال نعم ويتزاور

উল্লেখিত نطق বা বাকশক্তি সংক্রান্ত আলোচনা শায়খ তাজ উদ্দিনের। আমার মতে যেখানে তিনি (দা:) রূহসহ জীবিত আছেন সেখানে বাকশক্তি না থাকার প্রশ্নই আসেনা এতে কোন যুক্তি নেই। আর হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় নবী গণ বাকশক্তি সহ জীবিত আছেন। তাঁরা ইচ্ছামত কথা বলতে পারেন। তারা কেন অন্যান্য মুমিন ও শহীদগণেরও সে ক্ষমতা আছে। তাঁরা ইচ্ছামত কথা বলতে পারেন। কোন ব্যক্তিকে বরযকে কথা বলতে বাধা দেওয় হয়না কেবল তাদেরকে দেওয়া হয় যারা ওসীয়ত ছাড়া মৃত্যু বরণ করেছেন। আবু শায়খ ইবনে হাইয়ান كتاب الوصايا এর মধ্যে কায়ছ বিন কাবিছা থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি অসীয়ত করে যায় নাই তাকে কবরে অন্যান্য মৃতের সাথে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন মৃতরা কি কথা বলতে পারেন? উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন হ্যাঁ, এবং তারা একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

وقل الشيخ تقي الدين السبكي: حياة الأنبياء، والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا ويشهدله صلاة موسى في قبره، فإن الصلاة تستدعي جسداً حياً، وكذلك الصفات المذكورة في الانبياء ليلةالا سراء كلها صفات الاجسام ولا يلزم من كونها حياة حقيقة أن تكون

الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الا حتياج إلى طعام والشراب. وأما الإدراكات كالعلم والسماع فلا شك أن ذلك ثابت لهم ولسائر الموتى انتهى، وأما العقل فلأن الحبس عن النطق في بعض الأوقات نوع حصر وتعذيب ولهذا عذب به تارك الوصية والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، ولا يلحقه بعد وفاته حصر أصلاً بوجه من الوجوه كما قال لفاطمة رضي الله عنها في مرض وفاته: (لاكرب على أبيك بعد اليوم) وإذا كان الشهداء وسائر المؤمنين من أمته إلامن استثنى من المعذبين لا يحصرون بالمنع من النطق فكيف به صلى الله عليه وسلم نعم يمكن أن ينتزع من كلام الشيخ تاج الدين جواب آخر ويقرر بطريق أخرى وهو أن يراد بالرح النطق وبالرد الاستمرار من غير مفارقة على حد ما قررته في الوجه الثلث ويكون في الحديث على هذا مجازان: مجاز في لفظ الرد.ومجازفي لفظ الروحو فالاول استعارة تبعية. واثانيمجاز مرسل، وعلى ما قررته في الوجه الثالث يكون فيه مجاز واحد في الرد فقط .ويتولد من هذا الجواب اخر وهو ان تكون الروح كناية عن السمع. ويكون المراد ان الله يرد عليه سمعه الخارق للعادة بحيث كان يسمع المسلم وأن بعد قطره ويرد عليه من خير احتياج الى واسطة مبلع، وليس المراد سمعه الممعتاد وقد كان له صلى الله عليه وسلم في الدنيا حالة يسمع فيها سمعا خارقا للغادة بحيث كان يسمع أطيط السماء كما بينت ذلك في كتاب المعجزات، وهذا قد ينفك في بعض

www.AmarIslam.com

الأوقات ويعود لا مانع منه وحالته صلى الله علي وسلم في البرزخ كحالته في الدينا سواء.

শায়খ তকি উদ্দিন আস্-সুবুকী বলেন, কবরের মধ্যে নবীগণ ও শহীদ গণের জীবন ইহকালীন জীবনের ন্যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুসা (আ:) কে কবরের মধ্যে নামাজরত অবস্থায় দেখেছেন। আর নামাজের জন্য জীবিত দেহ দরকার। অনুরুপ ভাবে মে'রাজের রাত্রে উল্লেখিত নবীগণের সব গুনাবলী দেহ বা শরীরের গুনাবলী। অর্থাৎ মেরাজের রাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অবস্থায় কয়েকজন নবীর সাক্ষাৎ করেছেন সে সব অবস্থা বা গুনাবলী দেহের সাথে সর্ম্পকিত। অতএব বলা যায় তারা সভাই জীবিত।কেবল পার্থক্য ইহকালে দেহের জন্য যে ভাবে খাদ্য ও পানিয় এর প্রয়োজন ছিল কবরের জীবনে সে ভাবে খাদ্য ও পানিও এর প্রয়োজন হয়না।তবে অনুভূতি, যেমন বা বোধগম্যতার শক্তি শ্রবণ শক্তি ইত্যাদি নি:সন্দেহে কবরের জীবনে রয়েছে। নবীগণ কেন সকল মৃত ব্যক্তির এ সব শক্তি রয়েছে। আর যুক্তি হচ্ছে মাঝে মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কথা থেকে বিরত রাখা এটি একটি অবরোধ বা শাস্তি। এই জন্য যারা ওসীয়ত করে যায়না তাদেরকে এধরণের শাস্তি দেওয়া হয়। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ থেকে পবিত্র। আর তাঁর (সা:) ওফাতের পর এ ধরণের অবরোধ (কথা বলা থেকে বিরত রাখা) হতে পারেনা। যেমন তিনি মৃত্যুর পূর্বে ফাতেমা (রা:) কে বলেছেন- – لاكرب على ابيك بعد اليوم

অর্থাৎ আজকের পর তোমার পিতার জন্য কোন বন্দীদশা বা কষ্ঠ নাই। তা ছাড়া শহীদগণ বা মুমিন গণের জন্য কথা বলতে কোন বাধা দেওয়া হয় নাই। তাই কিভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কথা বলতে দেওয়া হবেনা (মাঝে মাঝে)। হ্যাঁ তাজ উদ্দিনের বক্তব্য আমরা অন্যভাবে ধরে নিতে পরি। অথাৎ সেখানে روح দ্বারা نطق (বাকশক্তি) আর رد দ্বারা চলমান। যার অর্থ বাকশক্তি সর্বদা চলমান থাকে। আর হাদীসের মধ্যে দুইটি 'মুজাম' (রূপক) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমটি تبعية ابتعارة আর ২য়টি مجازمرسل আর অন্য ভাবে বলা যায় روح শব্দটি سمع (শ্রবণ) শব্দের كناية (ইংগিত সুচক)। তখন অর্থ ছাড়া কোন লোক তাঁকে (সা:)

সালাম দিলে আল্লাহ তায়ালা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রবণ শক্তি প্রদান করেণ কখন তিনি শোনেন ও সালামের জবাব দেন কোন মাধ্যম ছাড়া অর্থাৎ সরাসরি শুনেন এবং জবাব দেন। এখানে উল্লেখ যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরে স্বাভাবিক শ্রবণ শক্তি আছে। কিন্ত দুর থেকে শ্রবণ করার যে অলৌকি শক্তি তা এমুহুর্তে প্রদাণ করা হয়। যেমন ইহকালে তিনি অলৌকিক ভাবে আকাশের আওয়াজ বা দুরে আওয়াজ শোনিতেন। এসব ঘটনা كتاب المعجزات এর মধ্যে উল্লেখ আছে। আর এ অলৌকিক শ্রবণ শক্তির ক্ষমতা কোন কোন সময় থাকেনা কবরে। যে ভাবে ইহকালেও থাকিতনা।

وقد يخرج من هذا جواب اخر وهو أن المراد سمعه المعتاد يكون المراد برده أفاقته من الاستغراق الملكوتي وما هو فيه من المشاهدة فيرده الله تلك الساعة إلى خطاب من سلم عليه في الدنيا، فإذا فرغ من الرد عليه عاد إلى ما كان فيه، ويخرج من هذا جواب اخر وهو أن المراد برد الروح التفرغ من الشغل وفراغ البال مما هو بصدده في البرزخ من النظر في أعمال أمته ولا ستغفار له من السيئات، والدعاء بكشف البلاء عنهم، التردد في أقطار الأرض لحلول البركة فيها، وحضور جنازة من مات من صالح أمته، فإن هذه الأمور من جملة أشغاله في البزخ كما وردت بذلك الأحاديث والاثار، فلما كان السلام عليه من افضل الأعمال وأجل القربات اختص المسلم عليه بأن يفرغ له من أشغاله المهمة لحظة يرد عليه فيها تشريفا له ومجازاة – فهذه عشرة أجوبة – كلها من استنباطي، وقد قال الجاحظ: إذا نكح الفكر الحفظ ولد العجائب، ثم ظهر لي جواب حادي عشر وهو أنه ليس المراد بالروح روح ا لحياة بل

الارتياح كما في قوله تعالى : فروح وريحان (الواقعة : ٨٩) فإنه قرئ فروح – بضم الراء- المراد له صلى الله عليه وسلم يحصل له بسلام المسلم عليه ارتياح وفرح وهشاشة لحبه ذلك فيحمله ذلك على أن يرد عليه، ثم ظهر لي جواب ثاني عشر وهو أن المراد بالروح الرحمة الحادثة من ثواب الصلاة، قال ابن الأثير في النهاية : تكرر ذكر الروح في الحديث كما تكرر في القران ووردت فيه على معان والغالب منها أن المراد بالروح الذي يقوم به الجسد وقد أطلق على القران، والوحي، والرحمة، على جبريل انتهى.

এ জবাব থেকে আরো একটি জবাব বের হয়। আর তা হচ্ছে 'رد' দ্বারা উদ্দেশ্য তিনি কবরের মধ্যে অন্যান্য যে সব বিষয়ে বিভোর তা থেকে ফিরে সালাম শুনা ও জবাব দেওয়া। অন্য ভাবে বলা যায় কবরের মধ্যে তাঁর (সা:) ব্যস্থতা যেমন, উম্মতের আমল দেখা তাদের জন্য ইস্তেগফার করা, দোয়া করা ইত্যাদি থেকে মন ফিরিয়ে সালামের জবাব দেন। হাদীসে বর্ণিত আছে তিনি জমিনের দিকেও মন দেন যেমন:- **নেক বান্দার জানাযায় শরীক হন**।এসব ব্যস্থতা থেকে ফিরে সালামের জবাব দেন । উল্লেখিত মূল ১০টি জবাব আমার গবেষণার ফসল।

এখানে আরো একটি ব্যাখ্যা দেওয়া যায় 'الروح' দ্বারা জীবনের রূহ বা প্রাণ উদ্দেশ্য নহে বরং ارتياح বা খুশী অর্থে ব্যবহৃত। যেমন আল্লাহর বাণী فروح و رحيان (সুরা الواقع) এখানে روح কে روح ও উচ্চারণ করা হয়েছে ।(ر হরফের পেশ যোগে)। সূতরাং হাদীসের মর্মকথা হবে কোন মুসলমান আমার কবরে সালাম দেওয়ার পর আমি খুশি হই।

আরো একটি ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। আর তা হচ্ছে এখানে روح দ্বারা রহমত উদ্দেশ্য । কারণ হাদীস ও কোরানে روح এর উল্লেখ অনেক বার হয়েছে। অধিকাংশ সময় روح প্রাণ অর্থে ওহী, রহমত ও জিব্রাইল এর উপর।

واخرج ابن المنذر في تفسيره عن الحسن البصري أنه قرأ قوله تعالى : (فروح وريحان) بالضم وقال : الروح الرحمة، وقد تقدم في حديث أنس أن الصلاة تدخل عليه صلى ا لله عليه وسلم في قبره كما يد خل عليكم بالهدايا والمراد ثواب الصلاة وذلك رحمة الله وإنعاماته، ثم ظهر لي جواب ثالث عشر وهو أن المراد بالروح الملك الذي وكل بقبره صلى الله علي وسلم يبلغه السلام، والروح يطلق على غير جبريل أيضا من الملائكة، قال الراغب : أشراف الملائكة تسمى أرواحا انتهى – ومعنى رد الله إلي روحي- أي بعث إلي الملك الموكل بتبليغي السلام هذا غاية ما ظهر والله أعلم.

ইবনুল মুনযির তাঁর তাফসীর গ্রন্থে হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি فروح وريحان এই আয়াতকে 'راء' এর পেশ যোগে তেলাওয়াত করেছেন। এবং অর্থ নিয়েছেন "রহমত"। হযরত আনাস (রা:) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, সালাত (দুরুদ)হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরে এমন ভাবে ঢুকে যেমন তোমাদের কাছে হাদীয়া আসে। এখানে সালাত দ্বারা সালাতের ছওয়াব উদ্দেশ্য। আর সেটা হচ্ছে আল্লাহর রহমত ও পুরুস্কার। এর পর আমার কাছে আছে তের নম্বর আরো একটি ব্যাখ্যা এসে যায়। আর তা হচ্ছে এখানে روح দ্বারা ফেরেশতা উদ্দেশ্য যাকে কবরে নিয়োগ করা হয়েছে সালাম পৌছানোর জন্য। روح জিব্রাইল (আ:) ছাড়া অন্যান্য সব ফেরেশতাদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূতরাং হাদীসে আল্লাহ আমার রূহ ফিরিয়ে দেন এর অর্থ ঐ নিয়োজিত ফেরশতাকে প্রেরণ করেন ঐ ব্যক্তির সালাম সহ। এ গুলো আমার চুড়ান্ত ব্যাখ্যা। والله اعلم -

تنبيه : وقع في كلام الشيغ تاج الدين أمران يحتاجان إلى التنبيه عليهما، أحدهما أنه عزا الحديث إلى الترمذى وهو غلط فلم يخرجه من اصحاب الكتب الستة إلا أبو داود فقط كما ذكره الحافظ جمال

الدين المزي في الأطراف، الثاني أنه أورد الحديث بلفظ رد الله علي وهو كذلك في سنن أبي داود. ولفظ رواية البيهقي رد الله ألى (روحي) وهي ألطف وأنسب فإن بين التعديتين فرقا لطيفا، فإن رد يتعدى بعلي في الإهانة وبإلى في الإكرام قل في الصحاح : رد عليه الشئ إذا لم يقبله وكذلك إذا خطأه ، ويقول رده إلى منزله ورد أليه جوابا- أي رجع – وقال الراغب من الأول : قوله تعالى : (يردوكم على أعقبكم) (ال عمران: ١٤٩) (ردوها على) (ص: ٣٣) (ونرد على أعقابنا) (الأنعام : ٧١) ومن الثاني : (فرددنه الى امه) (القصص : ١٣) (ولبن رددت إلى ربى الأجدن خيرا منها منقلبا) (الكهف: ٣٦) (ثم ردوأ ألى الله مولهم الحق) (الأنعام: ٦٢).

اشير :- শায়খ তাজ উদ্দিনের দুইটি বিষয়ের উপর ঠীকা লিখা প্রয়োজন। ১। তিনি হাদীসটি তিরমীজী শরীফের উল্লেখ করেছেন, অথচ এটি ভূল। কারণ ছিহাছিত্তার মধ্যে কেবল আবু দাউদে ঐ হাদীসটি আছে যেমন হাফিজ জামাল উদ্দিন মক্কী الاطراف এ বলেছেন। ২। ردالله على এভাবে (على) যোগে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অথচ বায়হাকী ردالله الى (على) যোগে বর্ণনা করেছেন। নিয়ম হচ্ছে رد শব্দের পরে على ব্যবহৃত হলে অপমান সূচক আর الى ব্যবহার হলে সম্মান সুচক হয়। যেমন বলা হয় رد عليه الشئ জিনিসটি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এটা গৃহিত হয়নি। আর ردة الى منزله ডাকে তার বাড়িতে পৌছে দেওয়া হয়েছে সেই ব্যক্তির জবাবে যে ব্যক্তি বলে সে কি ফিরে গেছে? কোরান শরীফে এভাবে অনেক জায়গায় আছে যেমন

: (يردوكم على أعقبكم) (ال عمران: ١٤٩) (ردوها على) (ص: ٣٣) (ونرد على أعقابنا) (الأنعام : ٧١) ومن الثاني : (فرددنه الى امه)

(القصص : ٨٥) (ولبن رددت إلى ربى الأجدن خيرا منها منقلبا)
(الكهف: ৩৬) (ثم ردوا ألى الله مولهم الحق) (الأنعام: ৬২). ইত্যাদি।
فصل : قال الراغب: من معاني الرد التفويض، يقال: رددت الحكم في كذا إلى فلان أي فوضته إليه، قال تعالى: (فان تنزعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول) (النساء: (৫৯)(ولؤ ردوه إلى الرسول إلى أؤلى الأمر منهم) (النساء: ৮৩) انتهى، ويخرج من هذا جواب رابع عشر عن الحديث وهو أن المراد فوض الله ألى رد السلام عليه على أن المراد بالروح الرجمة والصلاة من الله الرحمة، فكان المسلم بسلامه تعرض لطلب صلاة من الله تحقيقآ لقوله صلى الله عليه وسلم (من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرآ) والصلاة من الله الرحمة، ففوض الله أمر هذه الرحمة إلى النبي صلى الله علسه وآله وسلم ليدعوبها للمسلم فتحصل آجابته قطعآ، فتكون الرحمة الحاصلة للمسلم إنما هي ببركة دعاء النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم له وسلامه عليله، وينزل ذلك منزلة الشفاعة في قبول سلام المسلم والاثابة عليه، وتكون الإضافة في روحي لمجرد الملابسة،ونظيره قوله في حديث الشفاعة: (فيردها هذا وهذا إلى هذا حتى ينتهي إلى محمد) وفي حديث الإسراء: (لقيت ليلة أسري بي أبر اهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة أمرهم إلى إبرهيم فقال: لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى عيسى)

ফসল :- রাগিব বলেন। এখানে رد অর্থ অর্পণ করা। তখন হাদীসের মর্ম কথা দাড়ায় আল্লাহ তায়ালা সালামের জবাব দেওয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অর্পণ করেন। যখন روح অর্থ হবে রহমত। সালাত কে আল্লাহর দিকে সম্পর্ক করা হলে রহমত অর্থ হয়। কারণ কোন মুসলিম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরে সালাম প্রদান করার সময় আল্লাহর রহমত কামনা করেন। তখন এই রহমতের বিষয়টি আল্লাহ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে অর্পণ করেন। এর অর্থ হচ্ছে رداﷲ - হাদীসে আছে من صلى على واحدة صلى الله عليه عاشرا অর্থাৎ কেহ আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তার উপর ১০ বার রহমত প্রেরণ করেন। উল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী যে রহমত কামনা করা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে সে রহমতই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট অর্পণ করেন। এটাই رداﷲ على এর অর্থ। সার কথা হচ্ছে সালাম দেওয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরকতে আল্লাহর রহমত পায়। رد এর অর্থ অর্পণ করা এর সমর্থক হাদীস হচ্ছে। শাফায়াত সংক্রান্ত হাদীস فيردها هذا وهذا إلى هذا حتى ينتهي إلى محمد অর্থাৎ কেয়ামতের দিন শাফায়াতের বিষয়টি এক নবী অন্য নবীর উপর অর্পণ করণে। আলোচনার সারকথা হচ্ছে একজন মুসলমান আমার কবরে সালাম দেওয়ার পর রহমতের বিষয়টি আমার কাছে অর্পণ করেন। এবং আমি আল্লাহর পক্ষে তা প্রদান করি।

والحاصل أن معنى الحديث على هذا الوجه إلا فوض الله إلى أمر الرحمة التي تحصل للمسلم بسيبى فأتولى الدعاء بها بنفسي بأن أنطلق بلفظ السلام على وجه الرد عليه في مقابلة سلامه والدعاء له ' ثم ظهر لي جواب خامس عشر وهو أن المراد بالروح الرحمة التي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم على أمته والرأفة التي جبل عليها' وقد يغضب في بعض الأحيان على من عظمت ذنوبه أو انتهك محارم الله' والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

سبب لمغفرة الذنوب كما في حديث: (إذن تكفي همك ويغفر ذنبك) فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يسلم عليه وإن بلغت ذنوبه ما بلغت إلا رجعت إليه الرحمة التي جبل عليها حتى يرد عليه السلام بنفيه، ولا يمنعه من الرد عليه ما كان منه قبل ذلك من ذنب، وهذه فائدة نفيسة وبشرى عظيمة، وتكون هذه فائدة من الاستغراقية في احد المنفى الذي هو ظهر في الاستغراق قبل زيادتها نص فيه بعد زيادتها بحيث انتفى بسيها أن يكون من العلم الملراد به الخصوص:

অত:পর আমার মনে ১৫ নম্বর আরো একটি ব্যাখ্যা জাগ্রত হয়। আর সেটি হচ্ছে এখানে 'রূহ' দ্বারা রহমত। উদ্দেশ্য যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কলবে আছে এবং যার জন্য থাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর (সাঃ) উম্মাতের মধ্যে কেহ গোনাহের কাজ করলে বা আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমানা অতিক্রম করলে তিনি মাঝে মধ্যে রাগান্বিত হন। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর সালাত এর উদ্দেশ্য থাকে গোনাহ মাফের জন্য যেমন হাদীসে আছে إذن تكفي همك ويغفر ذنبك

এই ভিত্তিতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন মুসলমান যদি তাঁর (সাঃ) উপর সালাম দেয় যদিও তার পাপ অনেক অনেক হয় তখন যে রহমত সহ আমাকে সৃষ্ঠি করা হয়েছে যে রহমত আমার কাছে ফিরে আসে এবং তা দ্বারা আমি সালামের জবাব দেই। এবং গোনাহের পূর্বে যে ভাবে আমার রহমত ছিল এভাবেই থেকে যায়। তাই আমার শেষ জবাব বা ব্যাখ্যা।

هذا آخر ما فتح الله به الآن من الأجوبة وإن فتح بعد ذلك بزيادة ألحقنا ها والله الموفق بمنه وكرمه، ثم بعد ذلك رأيت الحديث المسؤول عنه مخرجاً في كتاب حياة الأنبياء للبيهقي يلفظ: (إلا

وقدرد الله علي روحي) فصرح فيه بلفظ (وقد) فحمدت الله كثيرآ وقوي أن رواية اسقاطها محمولة على إضمارها وأن حذفها من تصرف الرواة وهو الأمر الذي جنحت إليه في الوجه الثاني من الأ جوبة، وقد عدت الآن إلى ترجيحه لوجود هذه الرواية فهوأقوى الأجوبة، ومرادالحديث عليه الأخبار بأن الله يرد إليه روحه بعد الموت فيصير حيآ على الدوام جتى لوسلم عليه أحد رد عليه سلامه لوجود الحياة، فصار الحديث ة موافقآ للأ حاديث الواردة في حياته في قبره، وواحدآ من جملتها لا منافيآلها البتة بوجه من الو جوه والله الحمد والمنة- وقد قال بعض الحفاظ: لو لم نكتبالحديث من ستين وجها ما عقلناه وذاك لأن الطرق يزيد بعضها على بعض تارة في ألفاظ المتن، وتارة في الإسناد، فيستبين بالطريق المزيد ما خفي في الطرق الناقصة والله تعالى أعلم-

প্রকাশ থাকে যে, বায়হাকীর হায়াতুল আম্বিয়া' নামক কিভাবে আমাদের বর্ণিত হাদীসটি এভাবে যে,

الا وقد رد الله على روحى

এখানে স্পষ্টভাবে "قد শব্দ আছে যা আমি আমার ২য় ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছিলাম। এখন আমি ঐ বর্ণনা এরূপ পাওয়ায় আমার ২য় ব্যাখ্যাকে প্রধান্য দিচ্ছি ,যে ভাবে আরো কয়েকটি ব্যাখ্যাকে প্রধান্য দিয়েছি। এবং বলছি এটাই শক্ত ও সঠিক ব্যাখ্যা আর হাদীসের এই অর্থ নিয়ে যদি বলা হয় মৃত্যুর পর আল্লাহ তাঁর (সাঃ) রূহ ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং এই রূহ সহ তিনি স্থায়ী জীবিত আছেন এবং তা দ্বারা সালাম প্রদান কারীর জবাব দেন তবে এই হাদীসের সাথে অন্যান্য হাদীসের কোন দন্দ্ব থাকেনা। অর্থাৎ যে সব হাদীস দ্বারা প্রকাশিত তিনি জীবিত আছেন সে সব হাদীসের সাথে এই হাদীসের কোন দ্বন্দ্ব থাকেনা । পরিশেষে সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালায়।